উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- মহাদেবপুর, জেলা- নওগাঁ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহাদেবপুর, নওগাঁ

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid | European Union | NORWEGIAN EMBASSY | SWEDEN | Australian Aid | UNDP

মুখবন্ধ

ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, জনসংখ্যার ঘনবসতি এবং আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। প্রায়শই এ সমস্ত দুর্যোগ বহুলোকের প্রাণহানি সহ জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন, টর্নেডো ও সমুদ্রের পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনবসতি, ঝুঁকিপূর্ণ দালানকোঠা নির্মাণের কারণে শহর ও নগর এলাকায় ভূমিকম্পের বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিকে থাকার লড়াইয়ে বাংলাদেশের অর্জন পৃথিবীকে বিস্মিত করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের ব্যাপক সাফল্য থাকলেও আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন হুমকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হচ্ছি। তবে সঠিক সময়ে সঠিক প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখলেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। সম্প্রতি সরকার ত্রাণ নির্ভর নীতি থেকে বের হয়ে ক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা সত্যিই যুগোপযোগী এবং প্রশংসার দাবী রাখে। Comprehensive Disaster Management Programe(CDMP-11) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) ২০১০ অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে, এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্নস্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

কর্ম পরিকল্পনাটি প্রণয়নে এলাকার নারী- পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UzDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত "সুশিলন" এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্মপ্রচেষ্টা ও অক্লান্ত প্ররিশ্রমের ফলে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পণার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়ীত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমুহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সমাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণ সমূহ চিহ্নিত করণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ, জলবায়ু পরিবর্তণ এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরুপন, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের সেচ্ছাসেবকের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রণয়নে যে সকল সরকারী এবং বে-সরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা আশাবাদী, স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।

(মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ)
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
মহাদবেপুর, নওগাঁ।

(মোঃ আমিনুর রহমান)
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মহাদবেপুর, নওগাঁ।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ i

সুচিপত্র ii

টেবিলের তালিকা iv

চিত্রের তালিকা v

গ্রাফচিত্রের তালিকা v

মানচিত্রের তালিকা v

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি **১-২২**

১.১ পটভূমি ১

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ২

১.৩ মহাদেবপুর উপজেলার পরিচিতি ৩

১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ৩

১.৩.২ আয়তন ৩

১.৩.৩ জনসংখ্যা ৫

১৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো ৬

১.৪.১ অবকাঠামো ৬

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ ১৬

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু ১৯

১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা **২৩-৩৬**

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ২৩

২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ ২৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র ২৪

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২৬

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ২৭

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ ২৮

২.৭ সামাজিক মানচিত্র ৩০

২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ ৩০

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩৩

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩৪

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৩৫

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ৩৫

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ৩৬

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস **৩৭-৪৮**

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৩৭

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৩৯

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪১

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৪৩

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৪৩

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি ৪৫

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি ৪৬

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদি	৪৭
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	**৪৯-৬০**
৪.১ জরুরী **অপরেশন সেন্টার** (EOC)	৪৯
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৪৯
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৫০
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৫৩
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৫৩
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৫৩
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৫৩
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫৩
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৫৪
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৫৪
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫৪
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৫৪
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৫৪
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৫৪
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা	৫৫
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্হান সমুহ	৫৫
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৫৫
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৫৬
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৫৭
৪.৬ অর্থায়ন	৫৮
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৫৯
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	**৬১-৯০**
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৬১
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার	৬২
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৬২
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার	৬২
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	৬৩
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা	৬৩
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	৬৫
সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৬৬
সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	৬৭
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	৬৮
সংযুক্তি ৫: এক নজরে মহাদেবপুর উপজেলা	৭০
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	৭১
সংযুক্তি ৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ	৭২
সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৭৩
সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ)	৭৯
সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (খরা)	৮০
সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (বন্যা)	৮১
সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (নদীভাঙ্গন)	৮২

সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	৮৩
সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (ঝড়)	৮৪
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (টর্নেডো)	৮৫
সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ)	৮৬
সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)	৮৭
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)	৮৮
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন)	৮৯
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)	৯০
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়)	৯১
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো)	৯২

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল ১.১: উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম	৩
টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা	৬
টেবিল ১.৩: এক নজরে উপজেলার সেচ ব্যবস্থা	১৬
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও খাত	২৩
টেবিল ২.২ আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার	২৪
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৬
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা	২৭
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়	২৮
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি	৩৩
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৪
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩৫
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি	৩৫
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৬
টেবিল ৩.১: ঝুঁকির কারণ	৩৭
টেবিল ৩.২: ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়	৩৯
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪১
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	৪৩
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	৪৫
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	৪৬
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	৪৭
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ	৪৯
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক	৫০
টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা	৫৫
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা	৫৬
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা	৫৭
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা	৫৯
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা	৫৯
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন	৬১
টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা	৬২
টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা	৬২
টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাস্তুকরণ কমিটির তালিকা	৬৩
টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা	৬৩

চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ২.১: বন্যা কবলিত এলাকা ২৪
চিত্র ২.২: নদীভাঙ্গান কবলিত এলাকা ২৪
চিত্র ২.৩: খরা ২৫
চিত্র ২.৪: ঝড়ে বিধ্বস্থ এলাকা ২৫
চিত্র ২.৫: অনাবৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট ২৫
চিত্র ২.৬: শৈত্যপ্রবাহ ২৫
চিত্র ২.৭: টর্নেডো ২৫

গ্রাফ চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: মহাদেবপুর উপজেলার বিগত পনের বছরের বৃষ্টিপাতের স্পাইডার বিশ্লেষণ ১৯
চিত্র ১.২: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষণ ২০

মানচিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

মানচিত্র ১.১: মহাদেবপুর উপজেলার মানচিত্র ২২
মানচিত্র ২.১: মহাদেবপুর উপজেলার সামাজিক মানচিত্র ৩১
মানচিত্র ২.২: মহাদেবপুর উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ৩২
সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৭৯
সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (খরা) ৮০
সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (বন্যা) ৮১
সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (নদীভাঙ্গান) ৮২
সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি) ৮৩
সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (ঝড়) ৮৪
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (টর্নেডো) ৮৫
সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৮৬
সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮৭
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৮৮
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গান) ৮৯
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (অনাবৃষ্টি) ৯০
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (ঝড়) ৯১
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (টর্নেডো) ৯২

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা এ উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি প্রধান সমস্যা, আর ভর অঞ্চলে প্রধান সমস্যা বন্যা। মহাদেবপুর উপজেলায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারন এর জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। সম্প্রতি এ উপজেলায় বজ্রপাত প্রকটাকার ধারণ করেছে। প্রতি বছর লোক মারা যাচ্ছে। বাতাসে সালফার ও নাইট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ছে বজ্রপাতের ঘটনা। সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষ মৃত্যুর সংখ্যা। আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এ মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন বিশেষজ্ঞসহ দেশের সাধারণ মানুষ। জানা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামান্য বৃষ্টিপাত বা ঝড়ো বাতাসেও ঘটছে বজ্রপাতের ঘটনা। আর বজ্রপাতজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে প্রতিদিন। ঝড়-বৃষ্টির দিনে বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক ঘটনা স্বাভাবিক হলেও সম্প্রতি এর পরিমাণ বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। আর এই অস্বাভাবিকতার কারণ হিসেবে কালো মেঘের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। কালো মেঘ সৃষ্টির পেছনে বাতাসে নাইট্রোজেন ও সালফার গোত্রের গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিকে দায়ী করছেন তারা। জলবায়ু পরিবর্তনের্ কারণেই এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির টাওয়ারও বজ্রপাতের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশ অধিদফতরের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, স্বাভাবিক বায়ুতে ৭৮ দশমিক শূন্য ৯ ভাগ নাইট্রোজেন, ২০ দশমিক ৯৫ ভাগ অক্সিজেন, দশমিক ৯৩ ভাগ আর্গন ও দশমিক শূন্য ৩৯ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং সালফারসহ সামান্য পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস থাকে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সর্বশেষ গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকার প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে ৬৪-১৪৩ মাইক্রোগ্রাম সালফার ডাই অক্সাইড বিদ্যমান। আর প্রতি ঘন মিটার বায়ুতে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড রয়েছে ২৫-৩২ মাইক্রোগ্রাম। যা স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এদিকে, মে-জুন মাস কালবৈশাখী ঝড়ের মৌসুম হলেও বড় কোনো ঝড় বা বৃষ্টিপাত ছাড়াই সামান্য ঝড়ো বাতাসের সঙ্গেই ঘটছে বজ্রপাতের ঘটনা। আর এতে করে মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। কালো মেঘ সৃষ্টির পেছনে বাতাসে নাইট্রোজেন ও সালফার গোত্রের গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে। ঝড়ো বাতাসের প্রভাবে দ্রুতগতির কালো মেঘের মধ্যে ঘর্ষণ ও সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হওয়া ইলেকট্রনের প্রবাহ থেকেই বজ্রপাতের সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনের প্রবাহকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বিদ্যুৎ বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাদা মেঘের উপাদানের অধিকাংশই জলীয়বাষ্প বা পানির কণা হয়। ফলে সাদা মেঘে ঘর্ষণের বা সংঘর্ষের ফলে যথেষ্ট ইলেকট্রন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কালো মেঘে নাইট্রোজেন ও সালফার গোত্রের গ্যাসের পরিমাণ বেশি থাকায় দ্রুত গতির কারণে এ সব যৌগিক গ্যাসের মধ্যে সংঘর্ষে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়। আর এ সব ইলেকট্রন বাতাসের জলীয়বাষ্পের মাধ্যমে ভূমিতে চলে আসে এবং সৃষ্টি হয় বজ্রপাতের। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে অতিমাত্রায় নাইট্রোজেন, সালফার ও কার্বন গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ সব গ্যাস মেঘের জলীয় কণার সঙ্গে মিশে যায়। মে-জুন মাসে ঋতু পরিবর্তনের কারণে বাতাসে প্রচুর জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হয়। ফলে স্বাভাবিক বায়ু প্রবাহের কারণে এ সব জলীয়বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে। এতে কালো মেঘের মধ্যকার ঘর্ষণে তৈরি হওয়া ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ এ সব জলীয় কণাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ভূমিতে চলে আসে। কালো মেঘে থাকা যৌগিক গ্যাসগুলো রোদের তাপে এবং বাতাসের দ্রুতগতির কারণে প্লাজমা (বিক্রিয়ার অনুকূল) অবস্থায় থাকে। এতে সামান্য ঘর্ষণ বা সংঘর্ষে এ সব যৌগ গ্যাস পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে সৃষ্টি হয় প্রচুর পরিমাণ ইলেক্ট্রনের। মেঘের জলীয় কণায় এসব গ্যাসের পরিমাণ যত বাড়বে ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ সৃষ্টির পরিমাণও ততটা বাড়বে।বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গত মে মাসে সারাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল আশঙ্কাজনক। ৩০ মে, ২০১৪ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার সরস্বতীপুর বাজারে বজ্রপাতে ৭ জনের মৃত্যু হয়। একই ঘটনায় আহত হন আরও ৩০ জন। মে মাসেই কয়েকদিনের ঘটনা পর্যালোচনা করলে বজ্রপাতের ভয়াবহতা কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলেন মহাদেবপুর-বদলগাছী আসনে যে উর্বর জমি ও সহজ লভ্য কাঁচামাল আছে স্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এলাকার দারিদ্র হ্রাস সহ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন করা সহজে সম্ভব । আর এ জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা কে কাজে লাগাতে পারলে দেশের শ্রেষ্ট মডেল হিসাবে জায়গা করে নিবে এ দু উপজেলা । মহাদেবপুরের মানুষ অত্যান্ত সহজ সরল আর তাই তাদের অধিক চাওয়া পাওয়া নেই । কিন্ত এ এলাকার মানুষ তাদের উতপাদিত ফসলের নায্য মুল্য আশা করে। ঢাকায় যখন পটল বিক্রি

হয় ৩০ টাকা কেজি তখন মহাদেবপুরের হাটে ৫ টাকায় বিক্রি করে চাষীরা। পরিকল্পনা আর অবকাঠামো সুযোগ না থাকায় বঞ্চিত এলাকার কৃষক । মহাদেবপুর উপজেলার বরেন্দ্র অঞ্চল পলল ও নিম্ন অঞ্চল বেসিন। অঞ্চলটির প্রকৃতি সমতল ভূমির অন্তর্গত। উপজেলার এক পাশ দিয়ে প্রবাহিত আত্রাই নদী। কিছু খাড়ি ও বিল রয়েছে যা বর্ষার সময় বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়। এক সময় এ অঞ্চলে অনেক জমিদারের বসবাস ছিল। তাদের চিহ্ন এখনো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। এলাকায় প্রচুর সংখ্যক গাছপালা রয়েছে। উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করে। বৃহদাকার বন্যার সময় উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকার পরও নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তা হারিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীরা মূলত সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও এদের রয়েছে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আদিবাসী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এ অঞ্চলে বর্তমানে ওড়াও, সাঁওতাল, পাহান, ভুঁইয়া, মালো, মাহালী, রাজোয়ার, মুইশর প্রভৃতিসহ ৩৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। তাদের সকলেরই রয়েছে নিজস্ব সভ্যতা ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। অন্যভাবে বলতে গেলে মূলত এই আদিবাসীরাই প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কিন্তু নানা কারণে আদিবাসী সংস্কৃতি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। টিকে থাকতে আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মতো যোগ্যতা ও ক্ষমতা এ দুটির কোনোটিরই সক্ষমতা তারা এখনো অর্জন করতে পারেনি। যার কারণে তাদের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এবং এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় বিলীন হয়ে যাবে আদিবাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এর জন্য তারা নিজেরাও কম দায়ী নয়। তাদের মধ্য থেকে যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে তারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষার কোনো চিন্তা না করে আদিবাসী ক্যাটাগরিতে রাখা নিজ নাম ও পদবির পরিবর্তন করে চলমান মূল ধারার সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তারা অনেক সময় নিজেদের আদিবাসী বলে পরিচয় দিতেও সংকোচ বোধ করে।

এক সময় রাজশাহী জেলার অন্যতম মহাকুমা হিসেবে নওগাঁ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এ নওগাঁ মহকুমার অংশ হিসেবে ১৮৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মহাদেবপুর থানা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৮২ খ্রিঃ নওগাঁ মহকুমার জন্ম হওয়ার প্রায় ১৬ বছর পর ১৮৯৮ খ্রিঃ মহাদেবপুর দিনাজপুর জেলা থেকে পৃথক হয়ে নওগাঁ মহাকুমার অন্তভুর্ক্ত হয়। তখন হতে মহাদেবপুর নওগাঁ মহকুমার উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেছে। ১৯৮৪ সালে মানোন্নীত থানা হিসেবে এবং পরবর্তীতে উপজেলার মর্যাদা লাভ করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর)সিডিএমপি (অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ,জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ,শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক, এনজিও ও দাতা ই্ত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ মহাদেবপুর উপজেলার পরিচিতি

নওগাঁ মহকুমার অংশ হিসেবে ১৮৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মহাদেবপুর থানা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৮২ খ্রিঃ নওগাঁ মহকুমার জন্ম হওয়ার প্রায় ১৬ বছর পর ১৮৯৮ খ্রিঃ মহাদেবপুর দিনাজপুর জেলা থেকে পৃথক হয়ে নওগাঁ মহাকুমার অন্তভুর্ক্ত হয়। তখন হতে মহাদেবপুর নওগাঁ মহকুমার উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেছে। ১৯৮৪ সালে মানোন্নীত থানা হিসেবে এবং পরবর্তীতে উপজেলার মর্যাদা লাভ করে। উপজেলার ঐতিহাসিক নির্দশনের মধ্যে প্রাচীন রাজবাড়ী (বর্তমান জাহাঙ্গীরপুর সরকারী কলেজ সংলগ্ণ পরিত্যক্ত ভবন), আদ্যাবাড়ী মন্দির (খাজুর ইউপি), আলতা দীঘি জলমহাল (চেরাগপুর), শিবগঞ্জ কাচারীবাড়ী (উত্তরগ্রাম সফাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস), চেরাগপুর ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামের একশত আট কক্ষ বিশিষ্ট মাটির দ্বিতল বাড়ী, মহাদেবপুর অটো রাইস মিল, আত্রাই নদী, জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মহাদেবপুরের সমৃদ্ধ ইতিহাসের অংশ। জমিদার বাড়ী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মহাদেবপুর উপজেলায় সম্রাটের সৈনিকদের একটি দূর্গ ছিল এবং এই এলাকাতেই বাড়ী এমন কতিপয় ব্যক্তি এ সৈন্যবাহিনীর সদস্যও ছিলেন। তৎকালীন সময়ে সৈন্যবাহিনীর সদস্য বিরেশ্বর রায় চৌধুরী বংশধর নারায়ন রায় চৌধুরী জমিদারী লাভ করেন এবং ইংরেজ কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হন। রায় বাহাদুর নারায়ন রায় চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন রাজ রাজেস্বরী দেবী চৌধুরাণী। বর্তমানে জমিদার বাড়ীর মূল ফটোক এবং একাংশ জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
মহাদেবপুর উপজেলার জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস হল কৃষি । এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৮.৬৬%, এ ছাড়াও আয়ের আরও কিছু খাত আছে। খাত গুলো হল- অ-কৃষিজ শ্রম ২.৫২%, শিল্প ০.৮৬%, বাণিজ্য ৮.০১১%, যোগাযোগ ও পরিবহন ২.৯১%, চাকুরি ২.৯৩%, নির্মাণ ০.৬%, ধর্মীয় সেবা ০.০৯%, রেমিটেন্স ০.০৭% এবং অন্যান্য ৩.২৫%।

১.৩.১. উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান

মহাদেবপুর উপজেলা ২৪.৪৮’ ও ২৫.০১’ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮.৩৮’ ও ৮৮.৫৩’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। নওগাঁ জেলা সদর হতে ২৪ কিমি দূরে নওগাঁ জেলার কেন্দ্রস্হলে মহাদেবপুর উপজেলা । মহাদেবপুর, এনায়েতপুর, রাইগাঁ, হাতুড়, চাঁন্দাশ, খাজুর, উত্তরগ্রাম, ভীমপুর, চেরাগপুর ও সফাপুর এই ১০টি ইউনিয়নের ৩৯৭.৬৭ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে গঠিত। এর উত্তরে পত্নীতলা, দক্ষিণে মান্দা, দক্ষিণ-পূর্বে নওগাঁ সদর, পূর্বে বদলগাছী, পশ্চিমে নিয়ামতপুর ও পোরশা উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে আত্রাই নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীপথ ছাড়াও উন্নত যোগাযোগের জন্য মহাদেবপুর উপজেলায় মোট ৫৬০ কি:মি: পাকা, কাঁচা ও এইচ বি বি রাস্তা রয়েছে । বিভাগীয় সদর হতে এই উপজেলার দূরত্ব ৮০ কিমি এবং জেলা সদর হতে দূরত্ব ২৪ কিমি।

১আয়তন ২.৩.

মহাদেবপুর, এনায়েতপুর, রাইগাঁ, হাতুড়, চাঁন্দাশ, খাজুর, উত্তরগ্রাম, ভীমপুর, চেরাগপুর ও সফাপুর এই ১০টি ইউনিয়নের ৩৯৭.৬৭ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে গঠিত। উক্ত অঞ্চলে মোট মৌজার সংখ্যা ৩০৭টি এবং মোট গ্রামের সংখ্যা ২৯৮টি।

টেবিল ১.১: উপজেলা, ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম

উপজেলার নাম ও জিও কোড	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
মহাদেবপুর (৫০)	ভীমপুর (১৫)	বাগাছড়া, বেলঘড়িয়া, বান্দরপুর, ভীমপুর, চক দশরা, চক রাজা, দক্ষিণ অন্দরকোঠা, দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর, দশরা, গোলবাড়ীয়া, গনেশ পুর, হারশি, ঝাড়িরা, ক্ষুদ্র নারায়নপুর, পাটনা, পিড়া, রসুলপুর, রিজয়পুর, স্বরস্বতীপুর, শ্যামপুর, শিকারপুর, সোনাপুর,

উপজেলার নাম ও জিও কোড	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
		তেঁজবাইন। মোট মৌজার সংখ্যা=২২ টি
	চাঁন্দাশ (১৯)	আঁখিরাপাড়া, অনন্তপুর, বাছরা, বাঘদব, বাড়ীপাড়া, চক কান্দারপুর, চাকলা, চাঁন্দাশ, ডিমগাঁ, গোপিনাথপুর, গুড়হাড়িয়া, হরিপুর, হাজরাপুকুর, ইচ্ছাপুর, জান্তাইল, কাঞ্চন, কন্দর্পপুর, লক্ষীপুর, লাউডাঙ্গা, পাঘা, পন্ডিতপুর, রামচরণপুর, রামরায়পুর, টাঙ্কাশীপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=১৫ টি
	চেরাগপুর (২৮)	আলীপুর, অর্জুনি, আজিপুর, বাগধনা, বন্দ কুড়মাইল, বড় মহেশপুর, বড়ুজন, বাজিতপুর, ভবানীপুর, ভগবতীপুর, বয়রা, বুজরক বড়াইল, চকদৌলত, চেরাগপুর, চৌমাসিয়া, দাহেলা কোয়ালীপাড়া, দেওয়ানপুর, ধানজোইল, ফুলবাড়ী, কাচাইল, কাসিবাড়ী, কাসিবাড়ী কৃষ্ণপুর, কোসালবাড়ী, মধুপুর, মাটিয়া দীঘি, মনোহরপুর, নালোবালো, পদ্মপুকুর, রবনা, ছালবাড়ী, সোনাদীঘি, সরূপপুর, উত্তর ঈশ্বরপুর, উত্তর আন্ধার কোঠা। মোট মৌজার সংখ্যা=৩৪ টি
	এনায়েতপুর (৩৮)	আজুল, বিজয়পুর, বিছাড়া, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, বৃন্দাবনপাড়া, বুজরুক অন্তপুর, চক বলরাম, চক হরিবল্লভ, দেবরপুর, দেশক্ষীরধীন, একদালা, এনায়েতপুর, গাড়ুয়া, হিলালপুর, হোসেনপুর, ইনদাই, ইতালি, জিয়ানগর, কালুসাহর, কেশুরগড়া, খানতি, খোঁজাহর, কুমিরদহ, মাদিশহর, ময়নাগড়, মংগ্রুল, মোল্লাপাড়া, নূরপুর, পাইতা, পশ্চিম খানপুর, পূর্ব গোসাঁইপুর, রহিমাপুর, রোদাইল, শেরপুর, শিবপুর, শ্রীরামপুর, সুজাইল, তেন্তুল পুকুর, তিলন। মোট মৌজার সংখ্যা=৪০ টি
	হাতুড় (৪৭)	আমরাইল, বেহাজত, বেলকুঁড়ি, বিলশিকারিস, বিশ্বনাথপুর, চক চাকি, চক কৃষ্ণপুর, চক রঘু, দেওয়ান পুর, দেওড়া, গোহালি, গোফানগর, গোপালপুর, হরিকৃষ্ণপুর, হাতুড়, জেউলি, কালুপাড়া, কৃষ্ণপদ্ম, মনীষ বাথান, মালাহর, মাসিন্দা সুলতানপুর, মির্জাপুর, মির্জানগর, মহালি, মুখর, নাছিরপুর, নিজামপুর, পশ্চিম গোঁসাইনপুর, রায়পুর, সাবুল, সাগরাইল, সমাসপুর, সুরনন্দপুর, শ্যামপুর, তেভয়া, উকরাইল। মোট মৌজার সংখ্যা=৩৬ টি
	খাজুর (৫৭)	আলিদেওলা, বলরমাপুর, বনগ্রাম, বিলমোহম্মদপুর, চক শিবরামপুর, দক্ষিণওরাঁ, ডাঙ্গাপাড়া, দেবিপুর, দেওলি, গোবিন্দপুর, হরিরামনগর, হরিসচন্দ্রপুর, হেলেনচা, জয়পুর, পশ্চিমজয়পুর, পূর্বজয়পুর, খাজুর, ক্ষুদ্রজয়পুর, খোরদকালনা, কমাতর, কুমজোবন, কুরাপাড়া, লক্ষীপুর, মথুরাপুর, নতুয়াপাড়া, পারাইল, রামচন্দ্রপুর, রনাইল, রাঙ্গাতোয়াইল, সাহাজাদপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৩০ টি
	মহাদেবপুর (৬৬)	অলছরা, অলঙ্করপুর, বাঁকাপুর, বামনোরা, বারবাঁকপুর, বারবাঁকপুর, বিহার, বিষ্ণুপুর, চক গোবিন্দপুর, দক্ষিণ হোসাইনপুর, ফাজিলপুর, হারানপুর, হায়দারাবাদ, জলঝলিয়া মঙ্গোলিশপুর, জয়নপুর, খাপরা, খোসালপুর, মঙ্গোলিশপুর, মহাদেবপুর, নাটশাল, চকচাঁদ, পদ্মপুকুর, রহিমপুর, সাগুনা গোপালপুর, শালগাঁও, সারাসন, সারমইল, সারতা, সিদ্দিকপুর, শ্রীপুকুর, তেলিহর। মোট মৌজার

উপজেলার নাম ও জিও কোড	ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
		সংখ্যা=৩১ টি
	রাইগাঁ (৭৬)	আব্দুল্লাপুর, আল্তা দীঘি, আথারজনি, আতুরা, বেলট, বেত বিরাম গ্রাম, বেত বাহাতি, ভবানি নগর, বিরাম গ্রাম, চক বাহাতি, ছোট মহেশপুর, দেউল, দোজাটিয়া, ফতেহপুর, ঘন গ্রাম, হরিপুর, কালনা, খলিশাকুড়ি, কৃষ্ণপুর, কুন্দানা, কুরাইল, কুরারিপাড়া, কুসুম শহর, মইজোড়া, নইফুট্টি, নাওরাইল, নারায়নপুর, রঘুনাথপুর, রাহাট্টা, রায়গাঁও, সাহারাই, সালিজান, শেরপুর, শিয়ালি, ছিলিমপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৩৫ টি
	সফাপুর (৮৫)	বখরাবাদ, বাঁশবাড়িয়া, বিন্দারামপুর, বিনোদপুর, চক গোরী, চক গোপি, চক শ্যামপুর, চক শিয়ালি, চক উজাইল, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর, দূর্গাপুর, ঘাসিয়ারা, গোপাল কৃষ্ণপুর, হামিদপুর, হাতি মান্দালা, ঈশ্বর লক্ষ্মীপুর, জট ভগবান, কচু কুড়ি, কৃষ্ণ গোপাল পুর, মোমিনপুর, মথুর কৃষ্ণপুর, মথুরাপুর, পবাতইর, পাহারপুর, পান্থকাঁটা, প্রসাদপুর, সাফাপুর, শ্রীনগর, তাতারপুর। মোট মৌজার সংখ্যা=৩১ টি
	উত্তরগ্রাম (৯৫)	বামনসতা, ভালাইন, চক গোরা, দরিয়াপুর, ধর্মপুর, দোহালি, হাতবড়াল, জোঠারি, কর্ণপুর, শিবগঞ্জ সুলতানপুর, শিবরামপুর, শ্রীরামপুর, উত্তর গ্রাম। মোট মৌজার সংখ্যা=১৩ টি

তথ্য সূত্রঃ আদমশুমারি, ২০১১

১.৩.৩ জনসংখ্যা

মহাদেবপুর উপজেলায় মোট খানা ৭৫৩৮৯ টি এবং লোকসংখ্যা ২৯২৮৫৯ জন যার মধ্যে ১৪৬৯০৫ জন পুরুষ ও ১৪৫৯৫৪ জন মহিলা, নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০:১০১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৯ এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৭৩৬ জন। ইতিহাস থেকে জানা যায় নওগাঁ অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলত পুন্ড্রজাতির বংশধারায় বাংলাদেশে সর্ব প্রথম নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং বরেন্দ্রভুমি পূর্বকালে পুন্ড্রনগর নামে পরিচিত ছিল। মহাদেবপুরে বর্তমানে বসবাসকারীদের অধিকাংশই পশ্চিম বঙ্গের বীরভুম, বর্ধমান ও রাঢ় অঞ্চল থেকে আগত বলে জানা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বিহার, পশ্চিম বঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বালুরঘাট থেকে প্রচুর লোকজন এ এলাকায় আগমন করতে থাকে। আগত এ সব লোকজন স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে। জাতিগত জনসংখ্যার দিক থেকে এ উপজেলায় বসবাস করে ২৩৩১৮৩ জন মুসলিম ,৫২৫৭১ জন হিন্দু ,৪১৭ জন খ্রীষ্টান এবং ৩ জন বৌদ্ধ। এছাড়াও মহাদেবপুর উপজেলায় বিভিন্ন প্রকার উপজাতি যেমন কোচ ,বানুয়া,সাঁওতাল-ও রাজবংশী রয়েছে ৬৬৮৫ জন। মহাদেবপুর উপজেলার জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস হল কৃষি । এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৮.৬৬%। মহাদেবপুর উপজেলায় মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৪৮৬৭০টি, ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ২২৬৩০টি, প্রান্তিক চাষী ৪২০০ জন, ক্ষুদ্র চাষী ৯১৬৫ জন, মাঝারী চাষী ৮১০৮ জন এবং বড় চাষী ৪৫৬৭ জন। এ ছাড়াও আয়ের আরও কিছু খাত আছে। খাত গুলো হল- অ-কৃষিজ শ্রম ২.৫২%, শিল্প ০.৮৬%, বাণিজ্য ৮.০১১%, যোগাযোগ ও পরিবহন ২.৯১%, চাকুরি ২.৯৩%, নির্মাণ ০.৬%, ধর্মীয় সেবা ০.০৯%, রেমিটেন্স ০.০৭% এবং অন্যান্য ৩.২৫%।

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা

ইউনিয়ন নং	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
ভীমপুর (১৫)	১৪০৮২	১৩৭৬৭	২৯.১	৮.৬	১.৫	২৭৮৪৯	৭১৪২	১৮৪৩১
চাঁন্দাশ (১৯)	১৩১২১	১৩৩৯৭	২৮	৯.১	১.২	২৬৫১৮	৭০৪৪	১৯৩০১
চেরাগপুর (২৮)	১২০০৪	১১৯১৯	২৮.৮	৮.৯	১.৭	২৩৯২৩	৬১১২	১৬৯৭৩
এনায়েতপুর (৩৮)	১৪৭৮৮	১৪৯৫৭	২৭.৪	৮.৯	১.২	২৯৭৪৫	৭৬৫৯	২১১৯৯
হাতুড় (৪৭)	১৩৪৮৯	১৩৬১৬	২৭.৭	৭.৭	২.১	২৭১০৫	৭১৯৭	১৯৮৩৭
খাজুর (৫৭)	১৫৯২৪	১৫৯৭৩	২৬.৫	৮.৯	১.৪	৩১৮৯৭	৮৩৯১	২৩৩৬১
মহাদেবপুর (৬৬)	২০৩৯০	১৯৫৫৮	২৭	৭.৮	১.৩	৩৯৯৪৮	১০১৯০	২৬৪৬৩
রাইগাঁ (৭৬)	১৫৮৯১	১৫৪৩৮	২৯.৭	৮.৫	১.৭	৩১৩২৯	৭৮২৪	২১৪১০
সফাপুর (৮৫)	১২৬০১	১২৭০৫	২৭.২	৯.৬	১.৮	২৫৩০৬	৬১৯৬	১৯০৯৪
উত্তরগ্রাম (৯৫)	১৪৬১৫	১৪৬২৪	২৮.৪	৮.৮	২.২	২৯২৩৯	৭৬৩৪	২০৪৮৮
মোট	১৪৬৯০৫	১৪৫৯৫৪				২৯২৮৫৯	৭৫৩৮৯	২০৬৫৫৭

তথ্য সূত্র: আদমশুমারি, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

মহাদেবপুর উপজেলায় প্রধান শিল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ১ টি অটো-রাইস মিল, ১৩ টি তেল মিল, ২৫ টি আটার মিল, ২৬ টি স-মিল, ৫ টি বরফ কল, ১ টি বিস্কুট কারখানা, ১ টি চকলেট কারখানা, ২ টি বিড়ি কারখানা, ১৫ টি ঝালাই শিল্প ও ১৭ টি ইট ভাটা। এছাড়াও এ উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প রয়েছে যা অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ উপজেলায় ৫৫০ জন স্বর্ণকার, ৭৫ জন কামার, ৩২৫ জন কুমার, ১২জন তাঁতী, ১৪০জন বিড়ি কারখানার শ্রমিক, ৩৫০ জন সুচি শিল্প এবং ২৫০ জন বাঁশ শিল্পের শ্রমিক রয়েছে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

মহাদেবপুর উপজেলায় ৪টি বাঁধ রয়েছে। প্রথমটি আত্রাই নদীর পশ্চিম পাশ দিয়ে মহাদেবপুর হতে মহিষবাথান পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ৭.৩ কি.মি.। দ্বিতীয়টিও আত্রাই নদীর পশ্চিম পাশ দিয়ে চাঁন্দাশ ভোলাবাজার হতে শিবগঞ্জহাট পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ৯.৮৮ তি.মি.। তৃতীয়টি আত্রাই নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে মহাদেবপুর হতে সোজাইলমোড় পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ১১.৫০ কি.মি. এবং চতুর্থটিও আত্রাই নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে মহাদেবপুর হতে পাঠাকাটাহাট পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ১৪ কি.মি.।

স্লুইচ গেট

মহাদেবপুর উপজেলায় ২টি স্লুইচগেট রয়েছে। প্রথমটি খাজুর ইউনিয়নের খোর্দ্দকালনা নামক স্থানে এবং দ্বিতীয়টি খাজুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে অবস্থিত।

ব্রীজ ও কালভার্ট

মহাদেবপুর উপজেলায় সড়ক ও জনপদসহ মোট ২৪টি ব্রীজ রয়েছে। উপজেলায় স্থানীয় সরকার কতৃক নির্মিত ৫৪৯টি কালভার্ট রয়েছে।

রাস্তা

মহাদেবপুর উপজেলায় ৩১৬.৭ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা, ২১৮.১৪ কিঃ মিঃ আধাপাকা রাস্তা ও ৩৪১.৪৭ কিঃ মিঃ কাচা রাস্তা রয়েছে। সর্বমোট ৬৫৮.১৮ কিঃ মিঃ রাস্তা রয়েছে এ উপজেলায়। মহাদেবপুর উপজেলায় মোট উপজেলা রাস্তা ১৯টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য

স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- মহাদেবপুর হতে মাতাজীহাট বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১২.৩৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- ছত্রা হতে মহাদেবপুর (কুঞ্জবন) পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৩.৪১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা । তবে এখানে ২০টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর হতে শিবগঞ্জ পাঠাকাটা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২১.৫৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৩৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহিষ বাথান হাট হতে গফানগর-ছত্রা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.৬৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর হতে মহিষ বাথান বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.০৩ কি.মি.। যার মধ্যে ৫.০৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ২কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহিষ বাথান বাজার হতে শেরপুর –মাতাজী বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১১.৯২ কি.মি.। যার মধ্যে ৯.৪৮ কাঁচা রাস্তা, ১.৬৬ পাকা রাস্তা ও .৭৮ কি.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ১৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজী হাট হতে চৌমাসিয়া সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৪.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১০.৭৫ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর –ফাজিলপুর-নাটশাল মোড় হয়ে উত্তর অন্ধর কোটা সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ১২.১২ কি.মি.। যার মধ্যে ৫.৫৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৫.৭৯ কি.মি. পাকা রাস্তা ও .৪ কি.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ২৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজী বাজার হতে ফতেপুর বাজার (পত্নীতলা) পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- পাঠাকাটা বাজার হতে সতীহাট বাজার (মান্দা) পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.১৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর বাজার হতে খোর্দনারায়নপুর সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৬.৯৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহিষ বাথান বাজার হতে খাজুর সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১০টি কালভার্ট রয়েছে।
- গোহিল সড়ক পাকা মোড় হতে সাগরৈল-শিবপুর বাজার (পত্নীতলা) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৭ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.২৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ২.৪৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ১৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর বাজার হতে আত্রাই নদীর বাঁধ হয়ে সুজাইল পাকা রাস্তার মোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ১১.৫কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- শ্যামপুর –মোগলেশপুর-হাসানপুর হয়ে সুজাইলহাট রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২৪.৪৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- ছত্রাবাজার হতে জানতৈল হয়ে সোনাপুর সড়ক (মহাদেবপুর) পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২৭ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৮৭ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৪ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজী বাজার হতে কালুসাহার মোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৬ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজী বাজার হতে নাওরাইল হয়ে গোবরচাপা বাজার (বদলগাছী) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ২.২৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৩.৩২ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহিষ বাথান বাজার হতে সুলতানপুর বাজার হয়ে পত্নীতলা বাজার (মহাদেবপুর) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।

মহাদেবপুর উপজেলায় মোট ইউনিয়ন রাস্তা ২২টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ হতে পূর্বপাড়া মাদ্রাসা হয়ে মোল্ল্যা কুড়িহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে সুতীহাট (মান্দা) পযর্ন্ত মোট রাস্তা ৩.৮৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১১টি কালভার্ট রয়েছে।
- খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১২টি কালভার্ট রয়েছে।
- খাজুর ইউনিয়ন পরিসদ হতে ডাঙ্গাপাড়া-চাঁন্দাশ হয়ে পগাহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১১.১৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৮কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ২.৪ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২০টি কালভার্ট রয়েছে।
- উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ হতে বামনসাতা-কর্ণপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ২.২৪ কাঁচা রাস্তা, ২.৯৫ পাকা রাস্তা ও এখানে ৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিসদ হতে সুলতানপুর হয়ে কালিতলাহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ হতে ভোলাবাজার হয়ে শীবগঞ্জ হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.৮৮ কি.মি.। যার মধ্যে ৮.২৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১.৬৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বারবাকপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে শিবগঞ্জহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১১টি কালভার্ট রয়েছে।
- রায়গাঁও ইউনিয়ন পরিষদ হতে হরিপুর হয়ে সারা সোন হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৫৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.৯৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫৭ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে মোমিনপুর হয়ে শিবগঞ্জ হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৪৯কি.মি.। যার মধ্যে ৪.৬৯ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৮ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে মোর্তজাপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৪৮ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.৮৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৬ কি.মি. পাকা রাস্তা ও তবে এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- চকগৌরীহাট বাজার হতে বলিহার ইউনিয়ন পরিষদ (নওগাঁ সদর) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৯ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৬ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহিষ বাথান পাকা মোড় হতে মহিষ বাথান গোডাউন পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৪৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই ইটের রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- জেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে মল্লিকপুর ব্রীজ হয়ে চেরাগপুর বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ হতে শিবরামপুর হয়ে শিবগঞ্জহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৩.৬ কি.মি.পাকা রাস্তা ও এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে জয়পুর –আলীদেওলা- সাগরৈলহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৩.১৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১২.৫৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৬ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ১৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১০টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে খোর্দ্দকালনা-লক্ষ্মীপুর হয়ে চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৭.৭৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১.৭৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৮টি কালভার্ট রয়েছে।

- চেরাগপুরহাট হতে শালবাড়ী-বয়রা-বালুভরা ইউনিয়ন পরিষদ (বদলগাছী) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৭.১৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৭৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- সরস্বতীপুর হাট হতে বলিহার ইউনিয়ন পরিষদ(নওগাঁ সদর)পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে চকচকী-গোহলীহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৭ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।

মহাদেবপুর উপজেলায় মোট গ্রাম্য রাস্তা এ ১১১টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- মাতাজী বাস স্ট্যান্ড হতে পাইনারি খারি রাস্তা হয়ে মাতাজী হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৯ কি.মি. ইটের রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজী সড়ক রাস্তা হতে হাইস্কুল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- আলতাদীঘি মোড় হতে বারবাকপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ফাজিলপুর রাস্তা হতে মহাদেবপুর-বারবাকপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৮৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৪ কি.মি.কাঁচা রাস্তা, ১.৪৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ফাজিলপুর হতে বুজরুকান্তাপুর রাস্তা ১.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১.১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৮ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- আখরা হতে নাটশাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- নাটশাল হতে দক্ষীণ হোসেনপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- বগাছড়া খোরাতোলা হতে রাজযপুর রাস্তা হয়ে হরশি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ২.১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১.৪ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- বগাছড়া হতে চক গৌরীহাট রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- চক গৌরী হাট হতে তেজবাইন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৮৫ কাঁচা রাস্তা, .৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- গোলবাড়ী গ্রাম রাস্তা মোট ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- কালিতলাহাট হতে চক গোরা গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২ কি.মি.। যার মধ্যে .৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১.৯ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- কালিতলাহাট থেকে দূর্গাপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১.৬৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- জিগাতলাহাট হতে মথুরকৃষ্ণপুর বাঁধ হয়ে চকগৌরী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯৬ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৫২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৪৪ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- জিগাতোলাহাট হতে সাফাপুর গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট ২.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- শ্রীনগর নদীর বাঁধ হতে চকশিয়ালী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট আছে আরও ২টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।

- পাহাড়পুর হত সফাপুর গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.কি ০৫.মি১যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ।.টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- চক শ্যামপুর নদী বাঁধ হতে পাঠাকাটা হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.৬ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ২কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- লক্ষণপুর ওয়াব্দা বাঁধ হতে বাগডোব পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- রাঙ্গাতৈর হতে খোর্দ্দকালনা হয়ে শাহাজাদপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- দেওয়ানপুর হতে পশ্চিম গোসাইপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৯৬ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- বিলশিকারী হতে মহিষ বাথান রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- শংকরপুর হতে সুরানন্দপুর হয়ে মালাহার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- জোইল হতে মালাহার রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- সোনাকুড়ি হতে বেলকুড়ি পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- মির্জানগর হতে মালাহার রাস্তা হয়ে বেলকুড়ি পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- গোপিনাথপুর হতে চকশিবরামপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- বছড়া হতে গোবিন্দপুর রাস্তা হয়ে খোর্দ্দাজয়পুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর হতে পোরশা সড়ক হয়ে গাহালী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে .৭ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- বিষ্ণুপুর হতে তেবাড়িয়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কান্দেরপুর হতে চক কান্দেরপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- লক্ষীপুরহতে দেওলী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- লক্ষীপুর হতে ডিমজাইন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.কি ৯.মি.১যার মধ্যে ।.৪ কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- খোর্দ্দাকালনা হতে রাঙ্গাতৈর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে টি কালভার্ট রয়েছে।
- রামরায়পুর মাদ্রাসা হতে ডিমজাইন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ডিমজাইন হতে তানকাশিবপুর ওয়াব্দা বাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১ কি.মি.অ যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ডিমজাইন হতে রামচরণপুর ওয়াব্দা বাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- গোপিনাথপুর বাজার হতে লক্ষীপুর মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। রায়গাঁও খালসাকুড়ি মোড় হতে কাতা বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৮৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৪ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজীহাট হতে কৃষ্ণপুর বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।

- রঘুনাথপুর হতে মাতাজী হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.।যার মধ্যে .৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৬ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ছোট মহেশপুর হতে কুন্দনা মোড় বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬ কি.মি.। যার মধ্যে .৬৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৯৬ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- রঘুনাথপুর হতে বেলট রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- এনায়েতপুর সড়ক হতে বর্ধনপাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- এনায়েতপুর হতে মহিষ বাথান ঘাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সরস্বতীপুর হতে ভীমপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৭২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- খোসালপুর হতে সারমৈল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- অলঙ্কর হতে কুশুম সাহার হয়ে সাতরা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা।
- শ্রীপুর হতে সাতরা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে .৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা।
- হাট বড়াল হতে সিদ্দীকপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- আখরা হতে নাটশাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.০৮ কি.মি.। যার মধ্যে .৫৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- বারবাকপুর হতে হাসানপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.কি ৪২.মিযার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। ।.
- উত্তরগ্রাম হতে বাজিতপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.কি ২৫.মি.কি ৩৫. যার মধ্যে ।.মি. ,কাঁচা রাস্তা .৯ কিপাকা রাস্তা .মি. ৩ও এখানে টি কালভার্ট রয়েছে।
- চৌমাসিয়া হতে ফুলবাড়িয়া হয়ে বাগদোনা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৭ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- শ্যামপুর হতে চকরাজা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দক্ষীণ আন্ধরকোটা হতে হরশি রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- হরশি হতে পাটনা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বগাছড়া হতে হরশি ত্রিমোহনী পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। আখরা মোড় হতে ধর্মপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ধর্মপুর হতে যোতহরি গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- শ্রীরামপুর গ্রাম হতে বামন সাতা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- প্রসাদপুর হতে দক্ষীণ লক্ষীপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ঈশ্বর লক্ষীপুর পবাতৈর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- আইওর লক্ষীপুর হতে ঘাসিয়ারা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- পবাতৈর হতে কচুকুড়ি রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.০৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.২২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৮৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৩টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- কৃষ্ণহতে গোপালপুর-গোপাল-কৃষ্ণপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কচুকুড়ি হতে বিনোদপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.০৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- হামিদপুর মোড় হতে মথুর কৃষ্ণপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বাকেরাবাদ হতে বেহুলাতলা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বাঁশ বাড়িয়া হতে বেহুলাতলা মোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- পাহাড়পুর হতে হাতিমানডোলা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪৬ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কৃষ্ণগোপালপুর হতে চানৈর পর্যন্ত মোট রাস্তা .৩৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চারাপুকুর হতে হাতিমান্ডোলা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সুলতানপুর হতে হামিদপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।

- বাকরাবাদ হতে দক্ষীণ লক্ষীপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩২ কি.মি.। যার মধ্যে .৩২ কাঁচা রাস্তা, ২কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- খোর্দ্দকালনা হতে রাঙ্গাতৈর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চক গৌরী হতে বগাছড়া মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- নাওরৈল মোড় হতে ছিলিমপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা১.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ছত্রা-মহাদেবপুর এফ আর বি মোড় হতে কাঞ্চন গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- পল্লীতলা পাকা মোড় হতে বিলসারা পৈতা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.১ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৯ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- শিবপুর মোড় হতে ফাজিলপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ফাজিলপুর প্রাইমারী স্কুল হতে চক গোবিন্দপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বিনোদপুর পাকা মোড় হতে দক্ষীণ লক্ষীপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- সরস্বতীপুর হাট হতে শ্যামপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- রাণীপুকুর মাদ্রাসা হতে শিকারীপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- রসুলপুর দেবের মোড় হতে খোর্দ্দনারায়নপুর হয়ে লস্কর বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বামন সাতা ব্রীজ হতে কালীতলাহাট হয়ে শিবরামপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- শিবরামপুর পাকা রাস্তা হতে শিবরামপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- বামনসাতা মোড় হতে কালীতলা হাট হয়ে দোলাবাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- বগাছড়া হতে হাপানীয়া এফআরবি রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- গোহালপাড়া হতে গুচ্ছোগ্রাম পাকা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- নাটশাল গ্রাম হতে মাতাজী এফআবি রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- মহাদেবপুর হতে গোপালকৃষ্ণপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- হরে কৃষ্ণপুর হতে দেওয়ানপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- হাতুর হতে বিলশিকারী পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা।
- সতীনতলা হাট হতে গফানগর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সিংহন্দী মোড় সড়ক হতে দেওয়ানপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৬.৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ২কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- তেজবাইন হতে বেলঘরিয়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.৬৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৫টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- কাওয়ামারী হতে চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ২.১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- মাতাজী বাজার হতে হেলালপুর সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪ কি.মি.।যার মধ্যে ২.৬৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১.৩৫ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- খোর্দ্দকালনা পাকা রাস্তার মোড় হতে হরিষচন্দ্রপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- কুঞ্জবন পাকা রাস্তার মোড় হতে মধুবন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।

- ❖ হরিষচন্দ্রপুর মনতাজ বাজার হতে শাহজাদপুর সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ ভোতলাচর মোড় হতে সিদ্দীকপুর হিন্দু পাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ ঘোষপাড়া উপজেলা রাস্তা হতে বালুকা পাড়া মন্ডব রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ দেওয়ানপুর হতে বিলশিকারী স্কুল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০ কি.মি.তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ হরেকৃষ্ণপুর স্কুল হতে শ্যামপুর কালিতলা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০ কি.মি. তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ ছত্রাহাট হতে জানতৈল পর্যন্ত মোট রাস্তা ০ কি.মি. তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ চান্দাবাজার হতে কাচৈল গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০ কি.মি. তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ শিবপুর হাট হতে মালাহার গার্লস স্কুল পর্যস্ত মোট রাস্তা গ কি.মি. তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ মহাদেবপুর উপজেলা রাস্তা হতে বালুকা পাড়া কারিগরী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০ কি.মি.।

মহাদেবপুর উপজেলায় মোট গ্রাম্য রাস্তা বি ১০৭টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি সাময়ীক আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- ❖ রামচন্দ্রপুর ওয়াব্দা বাঁধ হতে রামচন্দ্রপুর পশ্চাম পাশ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ মুখার সড়ক ০.৯৮ কি.মি. তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ বিল মোহম্মদপুর সড়ক হতে ওয়াব্দা বাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ রামচন্দ্রপুর সড়ক হতে ওয়াব্দা বাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৫৫ কাঁচা রাস্তা, .৬ পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ রামাইপুর রাস্তা ১.২৫ কি.মি. তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ খাজুর সড়ক হতে রাঙ্গতৈর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ শাহারী মোড় হতে শাহারী গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে .১৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৮২ কি.মি. পাকা রাস্তা ও এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ সৈয়দপুর রাস্তা হতে সৈয়দপুর গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬৫ কি.মি. যার সবই কাঁচা রাস্তা।
- ❖ কুন্তিমোড় হতে আত্রাই নদীর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ❖ বিষ্ণুপুর হতে আত্রাই নদীর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৮৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ❖ বাহার হতে জানপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩৫ কি.মি। যার মধ্যে .৬৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৬৭ কি.মি. পাকা রাস্তা তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ ভীমপুর রাস্তা ১.৪৩ কি.মি.। যার শধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ মহাদেবপুর গ্রাম্য রাস্তা ১.১২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ মহোরপুর গ্রাম্য রাস্তা ১.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ দশরা গ্রাম্য রাস্তা ০.৩৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ হারান মোড় হতে সাবুপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.২৯ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৭১ কি.মি. পাকা রাস্তা তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ হাজীরপুকুর হতে উত্তরগ্রাম গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৯৫ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৬৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৩ কি.মি. পাকা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।

- ভালাইন স্কুল হতে ভালাইন মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ভালাইন গ্রাম্য রাস্তা ০.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দোহালী গ্রাম্যরাস্তা ০.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দোহালী গ্রাম্যরাস্তা ০.৫২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দক্ষীণ গোবিন্দপুর গ্রাম্য রাস্তা ০.৭ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দূর্গাপুর প্রাইমারী স্কুল হতে দূর্গাপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- মহাদেবপুর পাকা রাস্তা লিজুতলা হতে কলেজ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে .৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা।
- দুলালপাড়া পাকা রাস্তা হতে দুলালপাড়া খাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ হতে মোল্ল্যা পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৫৯ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৪১ কি.মি. পাকা রাস্তা তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- বিরমগ্রাম পাকা রাস্তা হতে বিরমগ্রাম গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- গোপালপুর হতে কৃষ্ণগোপালপুর গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- কুঞ্জবন হতে কালিবাড়ী মসজিদ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ফতেপুর মোড় হতে সত্য ফতেপুর মসজিদ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- শিয়েল পাকা রাস্তা হতে শিয়েল মসজিদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- লিচুতলা হতে মহিলা কলেজ পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- শ্যামপুর রাস্তা হতে সামাদ মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- পাকা রাস্তা হতে ভীমপুর প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ভীমপুর পাকা মোড় হতে ভীমপুর মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- পীরের মোড় হতে অরবিন্দু মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- শিমুলকুড়ি হতে চক চাঁন্দ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- নাটশাল হতে গোপালপুর হয়ে নাটশাল মসজিদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ছাত্রা পাকা মোড় হতে ছাত্রা গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- শেরপুর পাকা রাস্তা হতে বারবাকপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- রহিমপুর মোড় হতে রহিমপুর গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে হাইস্কুল এবং চেরাগপুর মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- সামসুলের বাড়ী হতে সাহার মুকবুলের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- সুলতানপুর পাকা রাস্তা হতে কামার পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- সুলতানপুর পাকা রাস্তা হতে পানবাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সাফাপুর গ্রাম হতে জিগাতলা পাকা মোড় রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৪৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৫৭ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।

- পাকা রাস্তা হতে দেশকিশিন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে .৬ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, .৪ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- হোসাইনপুর গ্রাম্য রাস্তা হতে বরেন্দ্র অফিস হয়ে চক গোবিন্দপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- তাতিরপুর পাকা রাস্তা হতে তাতিরপুর গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কুন্দোনা মোড় হতে কুন্দনা গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.05 কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কুরাইল মোড় হতে কুরাইল গ্রাম্য রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দেবীপুর মোড় হতে দেবীপুর প্রাইমারী স্কুল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- খাজুর ব্রীজ হতে রামচন্দ্রপুর গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- গফানগর পাকা রাস্তা হতে সাবইল গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- রানইল রাজবংশীপাড়া হতে রানইল নীচ পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- খাজুর পল্লীপুকুর হতে আধাই বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চানকুড়ী হতে হেলাঞ্চ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কুঞ্জবন পাকা রাস্তা হতে মধুবন বধু রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বনগ্রাম প্রাইমারী স্কুল হতে ছাতেনতলা হাট রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- মহিনগর হতে নূরপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কুন্তির মোড় হতে কুমিরদাহ ঘাট রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সুজাই বংশী তলা হতে সুজাই মসজিদ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ইটালী মোড় হতে ইটালী দক্ষীণ পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে .৯৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- হেলালপুর মোড় হতে দেবরপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কালুশার পাকা মোড় হতে কালুশার গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- এনায়েতপুর পাকা রাস্তা হতে ইন্দাই বাঁধ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বাগডোব পাকা রাস্তা হতে লক্ষীপুর মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বছরা মোড় হতে লালটুপাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ডিমজোয়ান ফুটবল মাঠ হতে রামরায়পুর মাদ্রাসা হয়ে কামারপুকুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বাছাপুর পাকা রাস্তা হতে বাছাপুর পূর্ব পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- মহাদেবপুর কলেজ হতে কোলনী পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ও .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা।
- মহাদেবপুর ঘোষপাড়া হতে নাটশাল পাকা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সারমৈল মোড় হতে সারমৈল গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- লিচুতলা পাকা রাস্তা হতে বরেন্দ্র অফিস হয়ে চক গোবিন্দপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সাদীপুর সড়ক হতে সাদীপুর গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কালনা হতে চাঁদের পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- আলীপুর হাট হতে পূর্ব পাড়া নতুন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বাজার মোড় হতে রেজিঃ অফিস হয়ে ডাকবাংলো রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সুলতানপুর পাকা রাস্তা হতে সুলতানপুর পূর্বপাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ঘোষপাড়া পাকা মোড় হতে ডিজান মাস্টারের রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- রানইল রাজবংশী পাড়া হতে রানইল নীচ পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।

- খোর্দ্দকালনা হতে সরকার পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বড়াইল গ্রাম মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চান্দাশ উপজেলা রাস্তা হতে চান্দাশ পূর্বপাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চান্দাশ মীরাতোলা হতে আখীপাড়া মাজার রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বাগডোব হতে রামরায়পুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কোলাগ পাড়া হতে হাউজ ব্লিডিং সড়ক রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা।
- বিহার মোড় হতে ঘাসির দরগা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- নাটশাল মোড় হতে চান্দা হয়ে শালগাঁও রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সুলতানপুর হাট হতে কাথাবাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- ফতেপুর উপজেলা রাস্তা হতে পশ্চিমপাড়া মসজিদ পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- কৃষ্ণপুর হতে মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- সরাপপুর মোড় হতে সরাপপুর আবাসন রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চেরাগপুর ফকির পাড়া হতে হিরেন মোড় রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বারোমহেষপুর মীবের দীঘি রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- চক জোতহরি রঘুবাড়ী হতে ধুলী জেয়ারম্যানের বাড়ী হয়ে ধুলী জিপিএস রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধুলী নারায়ন দোকান্দের বাড়ী হতে খারী রাস্তা হয়ে সুদর্শন মেম্বরের পুরাতন বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- শিবগঞ্জ লক্ষণ বাড়ী হতে সুলতানপুর দেবনাথপাড়া হয়ে সুলতানপুর সরদার পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ফয়জুলের বাড়ী হতে দূর্গাতলা আসমত মন্ডলের বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বিশ্বাসহারা পাকা মোড় হতে আফজালের বাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বুজুরকান্তপুর সরাবের বাড়ী হতে ব্র্যাক অফিস রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- শিবগঞ্জবাজার মোড় কালা সরকারের দোকান হতে ভূমি অফিস হয়ে দরিয়াপুর পরেশ গোস্বামীর বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- দক্ষীণ আন্ধারকোটা হতে জারিরা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা।
- বেলঘরিয়া মোড় হতে সরফপুর মসজিদ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- খোর্দ্দ নারায়নপুর নমোঃ পাড়া মোড় হতে বোকার ব্রীজ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- হোসাইনপুর আখ বিক্রয় কেন্দ্র হতে শেরপুর সরদার পাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০ কি.মি.। যার মধ্যে সবই কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।

সেচ ব্যবস্থা

মহাদেবপুর উপজেলায় সেচের আওতাভুক্ত জমি ২৯৪২৫হেক্টর (৯৭%) ।

টেবিল ১.৩: এক নজরে উপজেলার সেচ ব্যবস্থা

সেচ যন্ত্রপাতির তথ্য	মোট সংখ্যা	চালু	সেচকৃত জমি (হেক্টর)
ক) গভীর নলকূপ	৫১৬	৫১৬	৮২৩০
খ) অগভীরনলকূপ	৮৬২০	৭৬৫০	১৫৪৬০
গ) শক্তি চালিত পাম্প	২৪	২৪	২৭০

সেচ যন্ত্রপাতির তথ্য	মোট সংখ্যা	চালু	সেচকৃত জমি (হেক্টর)
ঘ) অন্যান্য পদ্ধতি	৩৩২০	৩৩২০	৩৪০
মোট	১২৪৮০	১১৫১০	২৪৩০০

তথ্য সূত্র: উপজেলা-তথ্যবাতায়ন, ২০১৪

হাটবাজার

এ উপজেলায় মোট ২১টি হাটবাজার রয়েছে। তন্মধ্যে রাইগাঁ ইউনিয়নের মাতাজীহাট এবং মহাদেবপুর ইউনিয়নের মহাদেবপুর হাট ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বার্ষিক মূল্যে ইজারা হয়। হাটবাজার থেকে বছরে উপজেলায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। এ উপজেলার হাটবাজারের মধ্যে মহাদেবপুর হাট, মাতাজি হাট, সতী হাট, পাঠাকাটা হাট, স্বরস্বতী হাট, চকগৌরী হাট উল্লেখযোগ্য। এসব হাটবাজারে বৈশাখ মাসে বাৎসরিক মেলা হয়। এখান থেকে প্রতি বছর ধান, চাল, তরমুজ, আঁখ, কলা, পেঁপে প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

বরেন্দ্র অঞ্চলের আওতায় হওয়ায় এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি আঠালো, শক্ত ও লাল বর্ণের হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনকাল থেকে মাটির দ্বীতল ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে আসছে। আদিবাসিদের দর্শণ ও কৌশলগত কারনে এ উপজেলার ঘরবাড়ির কাঠামোগত ভীন্নতা রয়েছে সমতল ভূমি অপেক্ষা। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য এবং অধিক চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে ঘরবাড়িগুলোর কাঠামো এভাবে তৈরি করা হয়েছিল। মহাদেবপুর উপজেলায় সাধারণত খড়, বাঁশ, টালি, টিন, ইট, মাটি ইত্যাদি উপকরণ ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। এ উপজেলার ঘরবাড়ির মধ্যে ৪.৪%পাকা, ১৪.৯% আধা পাকা, ৭৮.৭% কাঁচা এবং ২.০% ঝুপড়ি রয়েছে।

পানি

মহাদেবপুর উপজেলায় পানীয় জলের ৩৯,০০০টি টিউবওয়েল রয়েছে। এ উপজেলায় পানীয় জলের ৯৬.৭৩% নলকূপ, ০.৩৭% ট্যাপ, ০.১৫% পুকুর এবং ২.৭৫% অন্যান্য উৎস হতে পাওয়া যায়।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

মহাদেবপুর উপজেলায় পায়খানা/স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ১৫.৯৫% যার মধ্যে শহরে বসবাসকারী ৬০.৭৩% এবং গ্রামে বসবাসকারী ১৪.১২%। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করে ১৮.৭৭% পরিবার যার মধ্যে শহরে বসবাসকারী ১৩.১৩% এবং গ্রামে বসবাসকারী ১৯%। ৬৫.২৮% পরিবারের স্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহারের সুবিধা নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগার

মহাদেবপুর উপজেলায় ০৪টি মহাবিদ্যালয়, ০১টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, ৩৯টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৯টি মাদ্রাসা (ফাজিল ৩টি, আলিম ২টি ও দাখিল ২৪টি), ৮৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২টি সরকারী বেসরকারি, ৩টি কমিউনিটি বিদ্যালয়, ০৫টি বিজ্ঞান ও কারিগরি কলেজ, ০১টি কৃষি ডিপ্লোমা ও কারিগরি কলেজ, ০৩টি কারিগরি হাই স্কুল, ০৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৮৮টি মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৭২০০ জন, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭৮৪৫ জন, ০১ টি লাইব্রেরি রয়েছে। মহাদেবপুর উপজেলায় শিক্ষার হার ৬০%(৯৮%স্বাক্ষরতার হার)।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

উপজেলায় ইসলাম ধর্মালম্বীর সংখ্যা বেশি হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী বাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা। তারা স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে নির্বিঘ্নে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। পূজা পার্বন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গনে বা সংলগ্নস্থানে যাত্রা, পালা গান, বাউল গান এবং মাদারের গানের আয়োজন করা হয়। এখানে বহুকাল ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির চমৎকার বন্ধন অটুট আছে। মহাদেবপুর উপজেলায় ৩৯৫টি মসজিদ, ৯৬টি মন্দির ও ০২ টি পবিত্রস্থান রয়েছে।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)

মহাদেবপুর উপজেলায় ২৫০টি ঈদগাঁহ্ রয়েছে। উৎসবের বিশেষ দিনে ছাড়াও জরুরী সময়ে বা দুর্যোগকালীন সময়ে এ স্থান সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত আকস্মিক বন্যা হলে তুলনামূলক উঁচু ঈদগাহ্ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য সেবা

মহাদেবপুর উপজেলায় ১টি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে যেখানে ১জন ডাক্তার ও ১০জন নার্স কর্মরত রয়েছে এ হাসপাতালের সেবার মান ভাল। খাজুর, চাঁন্দাস, রাইগাঁ, এনায়েতপুর ও সফাপুরে ১টি করে মোট ৫টি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এখানে কোন ডাক্তার বা নার্স নেই। তাছাড়াও এ উপজেলায় ৩৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় বি.সি.জি, ডি.পি.টি, পোলিও, হাম, ধনুষ্টংকার, যক্ষ্মা, ইত্যাদি রোগের টিকা দেওয়া হয়।

ব্যাংক

মহাদেবপুর উপজেলায় ব্যাংকের সংখ্যা ১০টি। ব্যাংক ১০টি হল সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, আলআরাফাত ইসলামী ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও প্রাইম ব্যাংক। তবে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর জনপ্রিয়তার কারনে অধিকাংশ জনসাধারণ ছোট খাটো লেনদেনের ক্ষেতে মোবাইল ব্যাংকিংকে বেছে নিয়েছে। উপজেলায় প্রায় ৫৬ জন বিকাশ, ডিবিবিএল সহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং এর ডিলার রয়েছে।

ডাক ও তার

মহাদেবপুর উপজেলার প্রধান ডাকঘর ০১টি ও শাখা ডাকঘর ১৮টি। টেলিফোন অফিস ০১টি। এছাড়া বর্তমানে যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে মোবাইল ফোনের জন্য রয়েছে ৬টি মোবাইল টাওয়ার।

ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

মহাদেবপুর উপজেলায় ১৫ টি ক্লাব, ৩২ টি ক্রীড়া সংগঠন, ০২ টি নারী সংগঠন রয়েছে।

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

মহাদেবপুর উপজেলায় কর্মরত স্থানীয় এন জি ও ৪২টি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-ব্র্যাক, আশা, ঠ্যাঙ্গামারা, মহিলা সবুজ সংঘ বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, বহু মুখী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্র, বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, বরেন্দ্র পল্লী সমিতি, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, উদয়ন সমিতি, বর্ষা উন্নয়ন সংস্থা, বলাকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, প্রতিভা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা , স্বরস্বতীপুর একাডেমী, এসোড, পল্লী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, জোনাকী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় কল্যাণ সংস্থা (জাকস), সেন্টার ফর এক্যাশান রির্সাচ বারিন্দ্র (কার্ব), মাদিশহর চাইল্ড ডেভঃ স্পন্সরশীপ প্রোঃ, দুলালপাড়া চাইল্ড ডেভঃ স্পন্সরশীপ প্রোঃ, প্রশিকা, বিজ, কারিতাস, এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট, সুপথ, চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশন, আশা, ঘাষফুল, পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, পল্লী শ্রী, বাংলাদেশ লুথারেন মিশন বি.এল.এম.এফ, রিক, ইনব্রন হেল্থ এ্যাডুকেশন, ব্যুরো বাংলাদেশ, মহাদেবপুর ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এস.ডি.এফ, আশ্রায়, শিয়ালী অর্পন উন্নয়ন সংস্থা, ওয়েফ ফাউন্ডেশন, ব্রতী, লাইট হাউস, আরকো ইত্যাদি। এ ছাড়াও এ উপজেলায় ০২টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ১৫৯টি কৃষক সমবায় সমিতি, ১০৩টি বিত্তহীন সমবায় সমিতি, ১১৭টি মহিলা সমবায় সমিতি, ০২টি মৎস্য সমবায় সমিতি ও ৪২টি অন্যান্য সমবায় সমিতি রয়েছে ।

খেলার মাঠ

মহাদেবপুর উপজেলায় ৫৫টি খেলার মাঠ রয়েছে। এ মাঠগুলো সাধারণত খেলাধুলা, গনজমায়েত বা মেলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে দুর্যোগের সময়ে এ মাঠগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

কবরস্থান/ শ্মশানঘাট

মহাদেবপুর উপজেলায় ১০৫টি কবরস্থান ও ২৫টি শ্মাশানঘাট রয়েছে। যে কোন দুর্যোগ বা স্বাভাবিক সময়ে মৃত ব্যক্তি সৎকারের জন্য ধর্মীয়রীতি অনুসারে এ কবরস্থান বা শ্মশানঘাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

ঢাকা হতে মহাদেবপুর উপজেলার দূরত্ব সড়ক পথে ৩৩৫ কিঃ মিঃ। মহাদেবপুর উপজেলা সদর হতে রাজশাহী বিভাগীয় শহরের দূরত্ব সড়ক পথে ৮০ কিমি। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সদর ও জেলা সদরসমূহের সাথে উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। উপজেলার সকল ইউনিয়নেই কিছু কিছু পাকা সড়ক রয়েছে। উপজেলা সদর থেকে সকল ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি পাকা রাস্তার সংযোগ রযেছে। ফলে পথেই বাস, ভ্যান, রিক্সা, টেম্পু, বাস চলাচল করে এবং মালপত্র পরিবহনের জন্য ট্রাক, ট্রাকটর ও লরি ইত্যাদি চলাচল করে। এ উপজেলায় ১৪৮.২২ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা, ০১ কিঃ মিঃ আধাপাকা রাস্তা, ৪১১.১২ কিঃ মিঃ কাচা রাস্তা এবং সর্বমোট রাস্তা ৫৬০ কিঃ মিঃ। তাছাড়া এ উপজেলায় ২৪টি ব্রীজ, ৫১২টি কালভার্ট ও ১৮৬.৭৫ কিঃ মিঃ ক্যানেল রয়েছে।

বন ও বনায়ন

মহাদেবপুর উপজেলায় কোন প্রাকৃতিক বন নেই। তবে এ এলাকায় প্রচুর আম বাগান রয়েছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই উপজেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ৪৫ ইঞ্চির নীচে। এতদসত্বেও এই হার পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কিছুটা উঠানামা করে। চরম উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাধিক্য আর্দ্রতা, মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং ঋতু বৈচিত্র্যতার সমারহের কারনে এই স্থানকে গ্রীষ্মীয় মৌসুমী এলাকার আদর্শ স্থান বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। গ্রীষ্মের সুচনা হয় এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকে। এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রাকে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড় ৭৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাতের ধারা

মহাদেবপুর উপজেলায় বৃষ্টি বেশ কম হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর মতো অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় যেখানে ১০০(একশ) ইঞ্চির উর্ধ্বে। সেখানে মহাদেবপুর উপজেলায় ২০১২ সালে গড় বৃষ্টিপাত ছিল ১৫৯৫ মি.মি. এবং ২০১৩ সালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১০৭৯ মি.মি.। উপজেলার বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্প ও কৃষি অফিসের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাফ চিত্র ১.১ এ স্পাইডার বিশ্লেষনে বিগত পনের বছরের তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা গেছে সাধারণত অক্টোবর থেকে পরের বছরের এপ্রিল পর্যন্ত কোন বৃষ্টিপাতই হয় না প্রায়। মে মাসে আংশিক বৃষ্টিপাত হয় এবং সাধারণত জুন এবং আগষ্ট মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

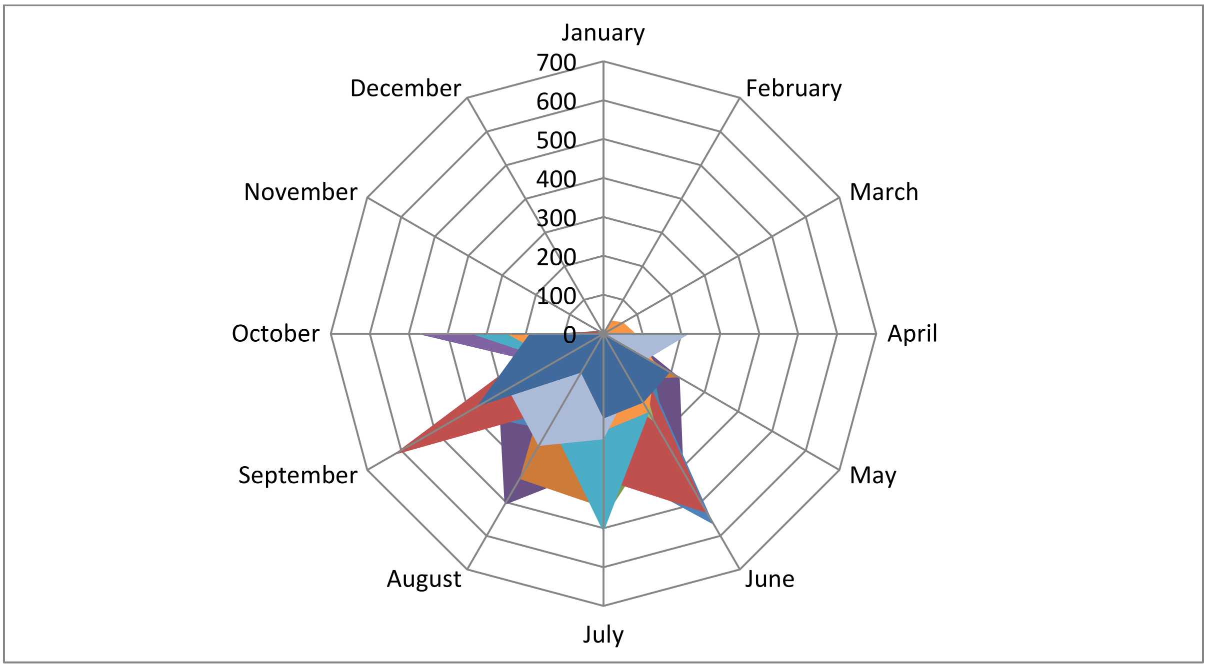

গ্রাফচিত্র ১.১: মহাদেবপুর উপজেলার বিগত পনের বছরের বৃষ্টিপাতের স্পাইডার বিশ্লেষন

তাপমাত্রা

মহাদেবপুর উপজেলায় ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে ৭-১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং এপ্রিল- মে মাসে তাপমাত্রা থাকে সর্বোচ্চ ৩৮-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস । বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী এর তথ্য মতে গ্রাফ চিত্র ১.২ এ সারফেস কন্টুর বিশ্লেষনে গত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রা বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (গ্রাফচিত্রের নিচে চিকন লাইন) গড়ে ৩০-৪০ ডিগ্রী এর মধ্যে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে তাপমাত্রা ২-৩ বছর পর পর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়েছে। বিশ্লেষন থেকে আরও পরিলক্ষিত হয় যে শেষ ছয় বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উপজেলার জীব বৈচিত্রের উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে।

গ্রাফ চিত্র: ১.২: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষন তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

মহাদেবপুর উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ১৯ ফুট হতে ২৩ ফুট এর মধ্যে থাকে। জুলাই হতে আগস্টমাস পর্যন্ত ১৯ ফুট এবং ফেব্রুয়ারী হতে মার্চ মাস পর্যন্ত ২৩ ফুট এর মধ্যে দেখা যায়।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

উপজেলাটির সমগ্র এলাকা বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। তবে নিম্নভূমি অঞ্চল যেমন- চেরাগপুরের আলতা দীঘিসহ অন্যান্য ছোট বিল অঞ্চলে বর্ষার সময় পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরী হয়। উপজেলার অধিকাংশ জমি বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্ত হলেও ধান, পাট ও গমের পাশাপাশি ভুট্টা, আঁখসহ শাকসবজি উৎপাদনের উপযোগী। উপজেলার ভূমির মধ্যে উচ্চ ভূমি, মাঝারি উচ্চ, নিম্নভূমি, অতি নিম্নভূমিও রয়েছে। তবে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ বেশি। উপজেলার ভূমি প্রকৃতি প্রধানত দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটির মিশ্রণ। উপজেলার মোট আবাদি জমি ৩০৩৫০ হেক্টর। এর মধ্যে এক ফসলী জমি ৪২২২ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ১৪৪৭১ হেক্টর, তিন ফসলী জমি ১২৬৭১ হেক্টর, ফসলের নিবিড়তা ২৩৩%, ভূমি ব্যবহারের নিবিড়তা ৭৭%, বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন ১৭২৮২৪.০০০ মেঃ টন, বার্ষিক খাদ্য চাহিদা ৪৭২০৮.০০০ মেঃ টন এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য ১২৫৬১৬.০০০ মেঃ টন।

কৃষি ও খাদ্য

উপজেলাটির প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান ১৬৬৩৮০ মেঃ টন, গম ৬৪৪৪ মেঃ টন, আলু ২১৬০০ মেঃ টন, আঁখ ৬৬৫০০ মেঃ টন অন্যান্য ফসল ৩৪৭০৩ মেঃ টন। উপজেলাটির এক ফসলী জমি ৪২২২ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ১৪৪৭১ হেক্টর, তিন ফসলী জমি ১২৬৭১ হেক্টর। উপজেলাটির বার্ষিক খাদ্য উৎপাদন ১৭২৮২৪ মেঃ টন, বার্ষিক খাদ্য চাহিদা ৪৭,২০৮ মেঃ টন, উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ ১২৫৬১৬ মেঃ টন ও খাদ্য ধারণ ক্ষমতা ৩২৫০ মেঃ টন।

নদী

মহাদেবপুর উপজেলা আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি বহমান নদী হওয়া সত্বেও বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে নদীর কোথাও কোথাও একেবারেই নাব্যতা থাকে না এবং কোথাও কোথাও একেবারেই শুকিয়ে যায়। এ উপজেলায় ০১ টি নদী আছে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে ৩৩ কিঃ মিঃ নাব্যতা থাকে, বিলে ১৫ কিঃ মিঃ নাব্যতা থাকে ও খালে ০৪ কিঃ মিঃ নাব্যতা থাকে।

পুকুর

মহাদেবপুর উপজেলায় পুকুর/ দীঘির সংখ্যা ৪৭৭৬টি (সরকারি বেসরকারিসহ) । এ পুকুরসমূহে বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ২০৪৩০ কুইন্টাল। এ পুকুর/ দীঘির আয়তন একত্রে ১৯৯৭.০৮ একর।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মহাদেবপুর উপজেলায় গবাদি পশুর সংখ্যা মোট ১২১৯০৭টি যার মধ্যে মহিষের সংখ্যা ৭৬৪০টি, ছাগলের সংখ্যা ৫৪৮০৪টি, ভেড়ার সংখ্যা ১০৪৪০টি, মোরগ-মুরগী ৫১২৬২০টি, হাঁসের সংখ্যা ২৫৪৩২৬টি। এ এলাকায় গবাদি পশুর খামার সংখ্যা ২৩টি, মুরগীর খামার সংখ্যা ৩৮টি, হাঁসের খামার সংখ্যা ৩০টি, মৎস্য খামার ২৫টি ও হ্যাচারি রয়েছে ১১টি । মহাদেবপুরে পুকুর/ দীঘির মোট আয়তন ১৯৯৭.০৮ একর যার মধ্যে উন্মুক্ত জলমহাল ০৩টি, পুকুর/ দীঘির সংখ্যা ৪৭৭৬টি (সরকারি বেসরকারিসহ) এবং বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন ২০৪৩০ কুইন্টাল।

খাল

মহাদেবপুর উপজেলায় মোট খাল ১১টি রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১৮৬.৭৫ কিঃ মিঃ। খালগুলো হল পুঞ্জীখাল (হাতুর), মির্জাপুর খার (হাতুর), দেওয়ানপুর খাল (হাতুর), ভালাইন খাল (উত্তরগ্রাম), কর্ণপুর খাল (উত্তরগ্রাম), বিনোদপুর খার (সফাপুর), সুজাইল খাল (এনায়েতপুর), কালুশহর খাল (এনায়েতপুর), পীরগঞ্জ খাল (এনায়েতপুর), মল্লিকপুর খাল (ভীমপুর) ও বলিহার খাল (চেরাগপুর)।

বিল

মহাদেবপুর উপজেলায় ৬টি বিল রয়েছে। বিল ৬টি হল বড়লেখা নাটোয়া পাড়া বিল (খাজুর), ঝারিয়া বিল (ভীমপুর), বিল শিকারী (হাতুর), খরপা বিল (মহাদেবপুর), নাওরাইল (রাইগাঁ) ও শিবরামপুর (উত্তরগ্রাম)।

আর্সেনিক দুষণ

মহাদেবপুর উপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা ০-২০%। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক, ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিল্ড কিটস্ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

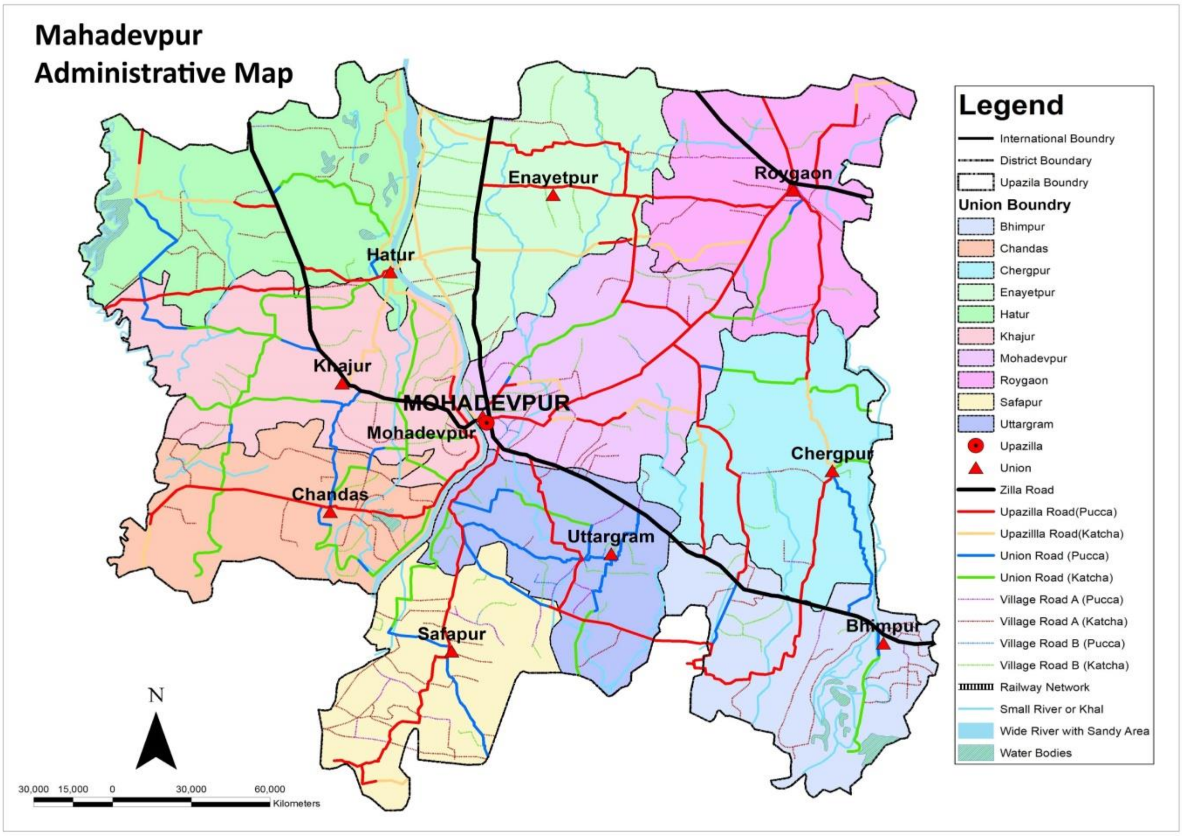
Mahadevpur
Administrative Map
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Bhimpur
Chandas
Chergpur
Enayetpur
Hatur
Khajur
Mohadevpur
Roygaon
Safapur
Uttargram
Upazilla
Union
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Small River or Khal
Wide River with Sandy Area
Water Bodies
Enayetpur
Roygaon
Hatur
Khajur
MOHADEVPUR
Mohadevpur
Chergpur
Chandas
Uttargram
Safapur
Bhimpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগআপদ এবং বিপদাপন্নতা ,

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

মহাদেবপুর উপজেলায় দুর্যোগর তেমন কোন মারাত্বক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তবে এ উপজেলায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগের সন্মুখীন হয়। বন্যা, নদীভাঙ্গন, শৈত্যপ্রবাহ, অনাবৃষ্টি, খরা ও কালবৈশাখী ঝড়সহ বিভিন্ন আপদ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানির চাপে খাল-বিলের মাধ্যমে পানি এসে আত্রাই নদীর দুকুল ভাসিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর গভীরতা কম যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীর কারণে কৃষিজ ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙ্গনের কারণে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতকালীন রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে মহাদেবপুর উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও খাত

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাতউপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়/
নদীভাঙ্গন	১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪	বেশী	কৃষি, অবকাঠামো, গবাদিপশু
	১৯৯৪, ২০০০, ২০০৫, ২০০৬	মাঝারি	মৎস্য, গাছপালা
বন্যা	১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৮	বেশি	কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদ
	১৯৯০, ২০০২, ২০০৩	মাঝারি	অবকাঠামো, গাছপালা
খরা	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯২	বেশি	কৃষি, মৎস্য
	১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৪	মাঝারি	গবাদিপশু, গাছপালা
কালবৈশাখী ঝড়	১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭	বেশি	কৃষি, গাছপালা, অবকাঠামো
	১৯৯৫, ২০০৫	মাঝারি	গবাদিপশু
অনাবৃষ্টি	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯২	বেশি	কৃষি, গবাদিপশু
	১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৪	মাঝারি	মৎস্য, স্বাস্থ্য, গাছপালা
শৈত্যপ্রবাহ	২০০৯, ২০১২	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু
	২০১০, ২০১১, ২০১৩	মাঝারি	গাছপালা, স্বাস্থ্য
টর্নেডো	১৯৮৬, ১৯৮৮	বেশি	কৃষি, ঘরবাড়ি, গাছপালা
	১৯৯৫	মাঝারি	গবাদিপশু, মৎস্য

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, মহাদেবপুর, ২০১৪

২.২ ইউনিয়নের আপদসমূহ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনামানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারনে ঘটতে পারে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার ,যা প্রাকৃতিক , ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।মহাদেবপুর উপজেলাটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত হলেও এ উপজেলায় কয়েকটি ছোট বড় বিল

রয়েছে এবং আত্রাই ও ছোট-যমুনা নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভৌগোলিক কারনে অঞ্চলটি পূর্ব থেকেই রুক্ষ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সময়ের সাপেক্ষে তা সহনিয়তা হারাচ্ছে। অনিয়মিত পানি প্রবাহজলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি ,পানির স্তর নিম্নগামী , কারনে জনজীবনে ন েমে আসছে জন দুর্ভোগ। যে আপদগুলো এ দুর্ভোগের জন্য দায়ী এবং জনজীবনে ক্ষয়ক্ষতির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হল:

টেবিল ২আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার :২.

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আ পদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		১. বন্যা
১. নদীভাঙ্গন	১২. ভূমিকম্প	২. নদীভাঙ্গন
২. বন্যা	১৩. লু-হাওয়া	৩. খরা
৩. কালবৈশাখী ঝড়	১৪. জলাবদ্ধতা	৪. কালবৈশাখী ঝড়
৪. খরা	১৫. ঘনকুয়াশা	৫. অনাবৃষ্টি
৫. অনাবৃষ্টি	১৬. অতিবৃষ্টি	৬. শৈত্যপ্রবাহ
৬. শৈত্যপ্রবাহ	১৭. শিলাবৃষ্টি	৭. টর্নেডো
৭. টর্নেডো	১৮. বজ্রপাত	
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদূরের আক্রমণ	
৯. ফাঁপি	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক		
মানবসৃষ্ট আপদ		
২১. অগ্নিকান্ড	২৩. ভূমি দখল	
২২. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন	২৪. চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, মহাদেবপুর, ২০১৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা

১. বন্যা

মহাদেবপুর উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ এলাকায় বন্যা অব্যহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। প্রায় প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৬, ১৯৮৭ ,১৯৮৮১৯৯৫ ,১৯৯২ ,১৯৯০ ,, ১৯৯৮ ,২০০২ , এবং ২০০৩ ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

চিত্র ২.১: বন্যা কবলিত এলাকা

২. নদীভাঙ্গন

মহাদেবপুর উপজেলায় লোকদের নিত্য সঙ্গী হলো নদীর পাড়ভাঙ্গন। নদীর পাড়ভাঙ্গন দিনদিন বেড়েই চলেছে। কারণ হিসাবে তারা বলেছে যে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে পানি বেশী ফুলে ওঠে আর একারণেই স্রোত ও পানির ধারন

ক্ষমতা কমে গিয়ে নদীর পাড়ভাঙ্গাতে থাকে। উপজেলাবাসী জানায় এভাবে চলতে থাকলে আরও বেশী কিছু এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলবে।

চিত্র ১.২: নদীভাঙ্গান কবলিত এলাকা

৩. খরা

মহাদেবপুর উপজেলায় ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা হয়। দিন দিন খরার তিব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উপজেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসেও বৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খরার পরিমান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

চিত্র ২.৩: খরা

৪. কালবৈশাখী ঝড়

মহাদেবপুর উপজেলায় বিগত কয়েক বছর আগে কালবৈশাখীর ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাত হানে। এতে আম, লিচুসহ অন্যান্য কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় সংঘঠিত হলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

চিত্র ২.৪: ঝড়ে বিধ্বস্থ এলাকা

৫. অনাবৃষ্টি

মহাদেবপুর উপজেলায় লোকেদের মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহাদেবপুর উপজেলায় কয়েক বছর আগেও আষাঢ় শ্রাবন মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু বর্তমানে তেমন আর চোখে পড়ে না। আগের চেয়ে বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে গেছে এবং আবহাওয়ার একটা বিরূপ পতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

চিত্র ২.৫: অনাবৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট

৬. শৈত্যপ্রবাহ

মহাদেবপুর উপজেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। মহাদেবপুর উপজেলাটি আত্রাই নদীর ধারে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে বর্তমানে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসূরসহ বিভিন্ন ফসল ও জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।

চিত্র ২.৬: শৈত্যপ্রবাহ

৭. টর্নেডো

মহাদেবপুর উপজেলায় ১০ বছর আগে একবার টর্নেডো সংঘটিত হয়েছিল যাতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশী।

চিত্র ২.৭: টর্নেডো

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

কোন জনগোষ্ঠীর বা তার অংশের কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত বা সম্ভবনা এবং ঐ আপদ (ব্যক্তি বা পরিবার) সংগঠনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা। উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন করে মহাদেবপুর উপজেলার বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, অনাবৃষ্টি ও শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি আপদগুলোর প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। এছাড়াও প্রাণীকুলমৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো ,গুলোও বিপদাপন্নের বাইরে নয়। আপদ নিরুপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের আশঙ্কাএর ,কোন নির্দিষ্ট সময়ে তা ঘটতে পারে , এর দ্বারা কতখানি অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে ,ব্রতা কতটুকু হতে পারেতী তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী আপদ চিহ্নিত করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত , সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যম-আর্থ্‌ান অবস্থাযা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষ ,তির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল:-

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
বন্যা	-নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ- -বাধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকায়	-পানি নিষ্কাশনের জন্য আত্রাই নদী রয়েছে। -মহাদেবপুর উপজেলায় ৩৫.৬৮ কি.মি. উঁচু বাঁধ রয়েছে। -নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন আছে -বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করে বেড়ীবাঁধ মজবুত করার যায় নতুন বেড়ীবাঁধ করার জন্য জায়গা আছে-
নদীভাঙ্গন	-নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগন সর্বশান্ত হয়। -হাতুর, মহাদেবপুর, খাজুর, চান্দাশ, সফাপুর, এনায়েতপুর ও উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ কৃষি, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা অনেকাংশে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। -দুর্বল ভেড়ী-বাঁধ -নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা -হাতুর, মহাদেবপুর, খাজুর, চান্দাশ, সফাপুর, এনায়েতপুর ও উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত বাঁধ না থাকা। যে টুকু ভেড়ী-বাঁদ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা।	-মহাদেবপুর উপজেলায় ৪টি বাঁধ রয়েছে -নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শীকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। যা আকড়ে ধরতে সাহায্য করবে। -বাঁধ/রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ আছে। -নদী ভাঙ্গন রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক তৈরী করার সুযোগ আছে। -দুস্থ মানুষদের নদীর ধারে খাস জমিতে স্থানান্তর করার সুযোগ আছে।
খরা	-এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায়	-লবন সহনশীল গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
কালবৈশাখী ঝড়	-দুর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসত ভিটা হওয়ায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতি হয় -বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা এবং বড় বৃক্ষ থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বসত-বাড়ী নষ্ট করে দেয়। -দুর্বল স্যানিটেশন (কাঁচা) থাকার ফলে ঘূর্ণীঝড়ে তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -পশু-পাখির ঘূর্ণীঝড় সহনশীল আবাসস্থল না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। -পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে জীবন নাশ হয়। -কিল্লা না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ের সময় পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘূর্ণীঝড়ে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	-ঘর-বাড়ী গুলো ঘূর্ণীঝড় সহনশীল হওয়ার সুযোগ আছে। -বসত বাড়ীর চারপাশে ঘূর্ণীঝড়ের প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -নদী বেষ্টিত বাঁধ গুলো ব্লক ফেলে মজবুত করার সুযোগ আছে এবং বাধের ও রাস্তার দু-পাশে গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। -স্যানিটেশন মজবুত করার সুযোগ আছে। -আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মানের জন্য খাস জমি আছে। -পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মান করার সুযোগ আছে। -মহাদেবপুর উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
অনাবৃষ্টি	-এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায়	-লবন সহনশীল গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে
শৈত্যপ্রবাহ	-জলবায়ুর পরিবর্তন	-সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদানের সুযোগ আছে।
টর্নেডো	-জলবায়ুর পরিবর্তন -সমুদ্র পৃষ্ট উচু হওয়া -অতিরিক্ত বরফ গলা	-টর্নেডোকালীন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

মহাদেবপুর উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠীমৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার পাহাড় থেকে ,প্রাণীকুল , প্রাণী এবং অবকাঠামো। আবার কখনোবা নদীভাঙনে ,মৎস ,গাছপালা ,আসা আকস্মিক বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি নেমে গৃহহারা হয় নদীর তীরবর্তী মানুষ। উপজেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাবিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্ন ,োক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা ,আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা :৪.

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
নদীভাঙ্গন	হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ, সফাপুর ও উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের আত্রাই নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	১০ বছর ধরে এই এলাকাগুলোতে নদীভাঙ্গানের কারনে হাজার হাজার একর আবাদি জমি নদীগর্ভে মিশে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও মানবসম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	৩৬৮৯০ জন (আনুমানিক)

বন্যা	হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ, ভীমপুর ইউনিয়নের কিছু এলাকা ও উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের আত্রাই নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমি নদীগর্ভে পতিত হছে, কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	৯২২২৬ জন (আনুমানিক)
কালবৈশাখী ঝড়	হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ,রায়গাঁও, চেরাগপুর ও ভীমপুর ইউনিয়নসহ সমগ্র উপজেলা	মহাদেবপুরের মধ্যে এই এলাকাগুলোতে সবচেয়ে বেশী আম উৎপাদন হয়। যা কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও মৎস্য, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	২৯২৮৫৯ জন (আনুমানিক)
খরা	হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, চান্দাশ, ভীমপুর, চেরাগপুর, রায়গাঁও, উত্তরগ্রাম ও মহাদেবপুর সদর ইউনিয়নের উত্তর-পূর্বাংশসহ সমগ্র উপজেলা	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষিসম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	২৯২৮৫৯ জন (আনুমানিক)
অনাবৃষ্টি	হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, চান্দাশ, ভীমপুর, রায়গাঁও, উত্তরগ্রাম, চেরাগপুর ও মহাদেবপুর সদর ইউনিয়নের উত্তর-পূর্বাংশসহ সমগ্র উপজেলা	অনাবৃষ্টির কারনে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় যার ফলে প্রচুর কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	২৫৫৯৬৯ জন (আনুমানিক)
শৈত্যপ্রবাহ	ভীমপুর, রায়গাঁও, উত্তরগ্রাম, চেরাগপুর ও মহাদেবপুর সদর ইউনিয়নে এবং হাতুর, খাজুর, চান্দাশ, সফাপুর ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ, ও এনায়েতপুর ইউনিয়নের উত্তরাংশসহ সমগ্র উপজেলা	শৈত্যপ্রবাহের কারণে ফসলের ক্ষতি হতে পারে, পশুসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে, জনজীবনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে পারে, শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধরা ঝুঁকিতে থাকে।	২৯২৮৫৯ জন (আনুমানিক)
টর্নেডো	হাতুর, এনায়েতপুর, খাজুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ, সফাপুর ইউনিয়ন এবং উত্তরগ্রাম ও চেরাগপুর ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ সহ সমগ্র উপজেলা	টর্নেডোর কারনে এখানে কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	২৯২৮৫৯ জন (আনুমানিক)

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, মহাদেবপুর,২০১৪

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ

মহাদেবপুর উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	মহাদেবপুর উপজেলায় মোট ৩০৩৫০ হেক্টর জমিতে ১৭২৮২৪ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। মোট চাহিদা পূরণ করে ১২৫৬১৬ মেট্রিক টন ফসল উদ্বৃত থাকে যা মহাদেবপুর উপজেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই মহাদেবপুর উপজেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	মহাদেবপুর উপজেলায় ৭৫% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৩০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৮.৬৬%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অনাবৃষ্টি, শৈতপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা ও খরা হয়, তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য মহাদেবপুর উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে মহাদেবপুর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	মহাদেবপুর উপজেলাতে পুকুর, খাল, বিল, নদী ও জলাভূমি মিলে মোট ১৯৯৭.০৮ একর জমিতে মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। যা থেকে উপজেলার মানুষ জীবন-জীবিকাসহ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই মহাদেবপুর উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, খরা হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগকালে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	২০-২৫ বছর পূর্বে মহাদেবপুর উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে ২৩টি গবাদিপশুর খামার, ৩৮টি ব্রয়লার মুরগীর খামার এবং ৩০টি হাঁসের খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	মহাদেবপুর উপজেলায় ১টি সরকারি হাসপাতাল, ৫টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, ৪ টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ৩৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এগুলো মহাদেবপুর উপজেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে মহাদেবপুর উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থ্যাসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।
জীবিকা	মহাদেবপুর উপজেলায় ৭৫% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত (দিনমজুর ৩০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১৫%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%)। অন্যান্য খাত গুলো হল- অ-কৃষিজ শ্রম ২.৫২%, শিল্প ০.৮৬%, বাণিজ্য ৮.০১১%, যোগাযোগ ও পরিবহন ২.৯১%, চাকুরি ২.৯৩%, নির্মাণ ০.৬%, ধর্মীয় সেবা ০.০৯%, রেমিটেন্স ০.০৭% এবং অন্যান্য ৩.২৫%। এছাড়া চাকুরিজীবী রয়েছে ১০%। মহাদেবপুর উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে মহাদেবপুর উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা অনেক উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষনিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
গাছপালা	মহাদেবপুর উপজেলায় আম চাষের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর আমবাগান আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই গাছ রয়েছে। মহাদেবপুর উপজেলায় সরকারিভাবে ১০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা মহাদেবপুর উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	মহাদেবপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গান, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই মহাদেবপুর উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত "প্রচুর পরিমান গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান" যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।
অবকাঠামো	মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ৪২.৬৮ কি.মি. বাঁধ, ২৪ টি ব্রীজ ও ৫৪৯টি কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট ৬৫৮.১৮ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য বর্তমানে ৫১৬ টি গভীর নলকূপসহ মোট ১১৫১০ টি নলকুপ রয়েছে। এছাড়া ২১ টি হাটবাজার রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো মহাদেবপুর উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	মহাদেবপুর উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গান, অতিবৃষ্টি হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নদীভাঙ্গানের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, অতিবৃষ্টি হলে পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, মহাদেবপুর,২০১৪

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

মহাদেবপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মহাদেবপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং মহাদেবপুর উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় মহাদেবপুর উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র

মহাদেবপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনসাধারনের সাথে বসে মহাদেবপুর উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে মহাদেবপুর উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। মহাদেবপুর উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা, ভূমির ব্যবহার, নদীর গতিপথ প্রভৃতি বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থাও দেখানো হয়েছে।

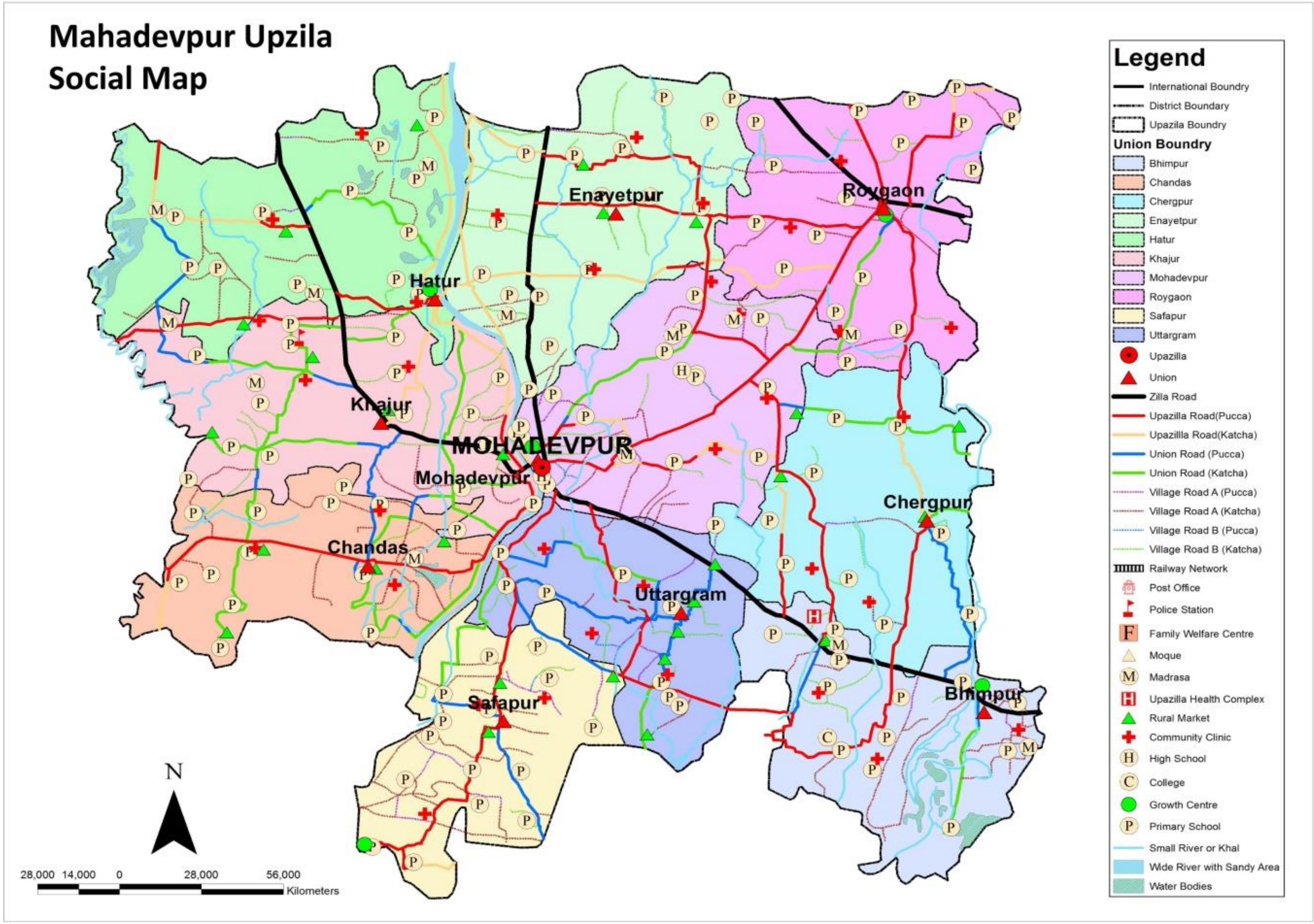
Mahadevpur Upzila
Social Map
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Bhimpur
Chandas
Chergpur
Enayetpur
Hatur
Khajur
Mohadevpur
Roygaon
Safapur
Uttargram
Upazilla
Union
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Post Office
Police Station
Family Welfare Centre
Moque
Madrasa
Upazilla Health Complex
Rural Market
Community Clinic
High School
College
Growth Centre
Primary School
Small River or Khal
Wide River with Sandy Area
Water Bodies
MOHADEVPUR
Mohadevpur
Enayetpur
Roygaon
Hatur
Khajur
Chandas
Uttargram
Chergpur
Safapur
Bhimpur
N
28,000 14,000 0 28,000 56,000
Kilometers

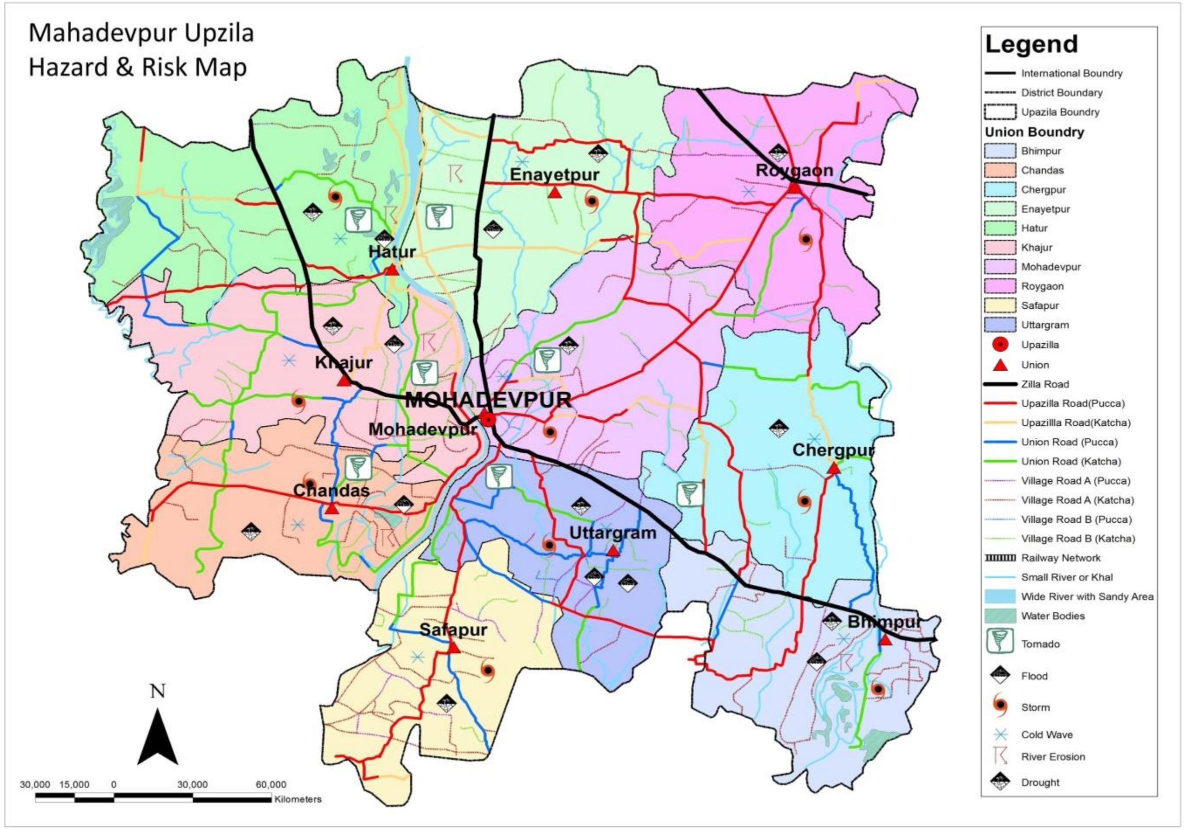
Mahadevpur Upzila
Hazard & Risk Map
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Bhimpur
Chandas
Chergpur
Enayetpur
Hatur
Khajur
Mohadevpur
Roygaon
Safapur
Uttargram
Upazilla
Union
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Small River or Khal
Wide River with Sandy Area
Water Bodies
Tornado
Flood
Storm
Cold Wave
River Erosion
Drought
Enayetpur
Roygaon
Hatur
Khajur
MOHADEVPUR
Mohadevpur
Chandas
Chergpur
Uttargram
Safapur
Bhimpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

মহাদেবপুর উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখঅধিকাংশ টিউবয়েলে পানি ,জৈষ্ঠ মাসে প্রখড় রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায় , থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব নয়। এছাড়া মহাদেবপুর উপজেলার ভেতর দিয়ে ১টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা পাহাড়ী ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঘনকুয়াশা ও শৈত প্রবাহের প্রকপ থাকে তাতে করে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা												
নদীভাঙ্গন												
খরা												
কালবৈশাখী ঝড়												
অনাবৃষ্টি												
শৈত্যপ্রবাহ												
টর্নেডো												

বেশি		মাঝারি		কম	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সি.আর.এ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

বন্যাঃ মূলত নদীভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। মহাদেবপুর উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

নদীভাঙ্গনঃ মহাদেবপুর উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে।খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

কালবৈশাখী ঝড়: সাপাহার উপজেলায় বিগত কয়েক বছর আগে কালবৈশাখীর ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাত হানে। এতে আম, লিচুসহ অন্যান্য কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় সংঘঠিত হলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

অনাবৃষ্টি: সাপাহার উপজেলায় লোকেদের মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাপাহার উপজেলায় কয়েক বছর আগেও আষাঢ় শ্রাবন মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু বর্তমানে তেমন আর চোখে পড়ে না। আগের চেয়ে বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে গেছে এবং আবহাওয়ার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

শৈতপ্রবাহ: মহাদেবপুর উপজেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। এ উপজেলাটি ছোট যমুনা নদীর ধারে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে প্রচুর শৈত্যপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসূরসহ বিভিন্ন ফসল ও জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

টর্নেডো: মহাদেবপুর উপজেলায় ১০ বছর আগে একবার টর্নেডো সংঘটিত হয়েছিল যাতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশী।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি প্রধান জীবিকা হলেও এ উপজেলায় কয়েকটি ছোট বড় বিল থাকায় মৎস্যজীবী ও রয়েছে। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমুজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষিপন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল:

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
আম চাষি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

বেশি		মাঝারি		কম	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ ,দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি /মৎস্যজীবী দিনমজুর ও ,ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা :৮.

ক্র: নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ						
		পানিরনিম্নস্তর	বন্যা	নদীভাঙ্গন	খরা	কালবৈশাখী	অনাবৃষ্টি	শৈত্যপ্রবাহ
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑	☑		☑	☑
০৩	দিনমজুর	☑	☑		☑	☑		☑
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑			☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

মহাদেবপুর উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ হল ফসল, গাছপালা, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র। উপরে আলোচিত আপদসমূহের কারনে খাতগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬জন করে মোট ২৪জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণ যোগ্য ঝুঁকিসমূহের উপর ভোটা ভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তিরক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেক হোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। মহাদেবপুর উপজেলার বিপদাপন্ন খাতগুলি চিহ্নিতকরে নিম্ন টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
খরা	☑	☑	☑	☑					☑	
নদীভাঙ্গন	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
শৈত্যপ্রবাহ	☑	☑	☑	☑					☑	
ঘনকুয়াশা	☑	☑	☑	☑					☑	
শিলাবৃষ্টি	☑	☑		☑					☑	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্র ভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ট তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৭৬২ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের কারণে ৩৫ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। মহাদেবপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ২০২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ২০২৩৩ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে মহাদেবপুর উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৫২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৪৭৭৬ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। মহাদেবপুর উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৪৭৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ৫টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	মহাদেবপুর উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে মহাদেবপুর উপজেলায় প্রায় ৫০%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে মহাদেবপুর উপজেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে মহাদেবপুর উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় ১০টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গানের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, মহাদেবপুর,২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহঅর্থাৎ কোন এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা -সম্পদ এবং পরিবেশ ,মহাদেবপুর উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয় , আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। মহাদেবপুর উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল :

টেবিল ৩.১ ঝুঁকির কারণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৭৬৯৪ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা না থাকা	১. গভীর নলকুপের স্বল্পতা ২. বৃক্ষনিধন ও পর্যাপ্ত বৃক্ষ না থাকা ৩. পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া	১. প্রয়োজনীয় খালসংস্কার না করা ২. ছোট যমুনা নদী ভরাট হওয়া
মহাদেবপুর উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ২০২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫০২৫৯টি পরিবারের ১৯৫২৩০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনার অভাব	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছানো	১. বড় বড় বৃক্ষনিধন করা এবং বৃক্ষ রোপণের কোন সরকারী নীতিমালা পালন না করা
মহাদেবপুর উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৬৫৪১ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়া ২. উজানের ঢল নামা	১. নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ২. প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকা	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
মহাদেবপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৩৮ বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপ ২. শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	১. নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
মহাদেবপুর উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে ২১৫৪৩টি আমবাগানসহ (মুকুল ঝড়ে	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক	১. কৃষি প্রশিক্ষণের অভাব	১.সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাই-নাশকের

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	**মাধ্যমিক**	চূড়ান্ত
যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ২৫৮৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	সময়ে না পৌঁছানো ২. জনসচেতনতার অভাব	২. সময়পোযোগী কীটনাশক ব্যবহার সর্ম্পকে সচেতন না থাকা	সরবরাহ না থাকা ২.জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতন না করা
মহাদেবপুর উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ৭৫৮৭ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৮৮৪৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১.উত্তর পশ্চিম দিকের প্রবাহিত বাতাস	১. জলবায়ু পরিববর্তন ২.শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. গাছপালা নিধন করা ২. পরিবেশ দূষণ করা
মহাদেবপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৬৬৮৭টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপ ২. শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	১. নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব
মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩১০৪টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ১৩২৭৯ কুইন্টাল উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকা	১. পুকুরের কম গভীরতা	১.জাতীয় পর্যায়ে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া
মহাদেবপুর উপজেলায় বন্যার কারণে ৭২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৪৩৪২৪টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	১. উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপ	১. নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা ২. অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	১. সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
মহাদেবপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৯,০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হওয়া	১.নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	১. নদীর পাড় মজবুত না করা
মহাদেবপুর উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১২১৯০টি গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৭৫৩০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আবহাওয়ার পরিববর্তন ২. শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. বড় বড় বৃক্ষনিধনের কারণে	১. বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অভাব
মহাদেবপুর উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৭৬৯৪ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পর্যাপ্ত পানির অভাব	১. পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ না করা	১. পুরাতন গভীর নলকূপ সংস্কার না করা ২. গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা না থাকা
মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৬৫৪০টি	১. জনসচেতনতার অভাব	১. চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বল্পতা	১.স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে			নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব
মহাদেবপুর উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	১. সর্তকতামূলক ব্যবস্থা না থাকা ২. বড় বড় গাছপালা নিধন	১. বৃক্ষরোপণের সঠিক নীতিমালা না থাকা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

মহাদেবপুর উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায় খুঁজে বের করা যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৭৬৯৪ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. সেচের ব্যবস্থা করা	১. পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা ২. বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা	১. খাল সংস্কার করা ২. বারনই নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা
মহাদেবপুর উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ২০২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫০২৫৯টি পরিবারের ১৯৫২৩০ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানো ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া	১. বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা এবং সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা
মহাদেবপুর উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫৬৫৪১ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. বাঁধ তদারকি করা	১. নদী ড্রেজিং করা ২. নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া
মহাদেবপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৩৮ বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা ৩. বাজেট বরাদ্দ করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
মহাদেবপুর উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে ২১৫৪৩টি আমবাগানসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ২৫৮৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আগাম বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	১. সময়োপযোগী বালাইনাশক ব্যবহার করা ২. কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	১. সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাইনাশক সরবরাহের ব্যবস্থা করা ২. জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতনের ব্যবস্থা করা
মহাদেবপুর উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ৭৫৮৭ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১৮৮৪৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১. শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেখা দিলে ফসল রক্ষণা বেক্ষণের ব্যবস্থা করা	১. জনগণকে শৈত্যপ্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন করা	১. বন বিভাগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে
মহাদেবপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৬৬৮৭টি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া
মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৩১০৪টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ১৩২৭৯ কুইন্টাল উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানি সেচের ব্যবস্থা করা	১. পুকুরের নাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য চাষীদেরকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা	১. জাতীয় পর্যায় থেকে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া
মহাদেবপুর উপজেলায় বন্যার কারণে ৭২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৪৩৪২৪টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	১. বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা
মহাদেবপুর উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ৩৯,০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	১. ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	১. সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা
মহাদেবপুর উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১২১৯০টি গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৭৫৩০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. গবাদীপশুর প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া	১. গবাদিপশু পালনকারীদের শৈত্যপ্রবাহ সম্মন্ধে সচেতন করা	১. সরকারি নীতিমালার মাধ্যমে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা
মহাদেবপুর উপজেলায় অনাবৃষ্টির কারণে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৭৬৯৪ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. চলমান গভীর নলকূপ গুলোর সঠিক	১. স্থানীয় কৃষি বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ করা	১. পুরাতন গভীর নলকূপগুলো সংস্কর করা ও নতুন গভীর নলকূপ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অভাব নিরসন করা		তৈরির ব্যবস্থা করা
মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৬৫৪০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	১. স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা।
মহাদেবপুর উপজেলায় হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৫০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. আবহাওয়া বার্তা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পৌঁছানো	১. সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. গবাদীপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

মহাদেবপুর উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১৬০০-১৮০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০২	বহু মুখী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১৩০০-১৫০০	--	চলমান
০৩	আদিবাসী উন্নয়ন কেন্দ্র	ঋনকাযক্রম ঝুঁকিহ্রাস ও শিক্ষা	১৯০০-২১০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৪	বরেন্দ্র ভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	কৃষি সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস	৩০০০-৩৪০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
০৫	বরেন্দ্র পল্লী সমিতি	কৃষি সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস	২৬০০-২৮০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৬	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	২২০০-২৪০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৭	উদয়ন সমিতি	সচেতনতা, ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১২০০-১৪০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান

০৮	বর্ষা উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ও ঋনকাযক্রম	১৩০০-১৪০০	পরিমান/ সংখ্যা	চলমান
০৯	বলাকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ও ঋনকাযক্রম	১৫০০-১৬০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১০	প্রতিভা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১৭০০-১৯০০	--	চলমান
১১	স্বরস্বতীপুর একাডেমী	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১৫০০-১৬০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১২	এসোড	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	২০০০-২১০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
১৩	পল্লী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	১৫০০-১৭০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৪	জোনাকী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১২০০-১৪০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৫	জাতীয় কল্যাণ সংস্থা (জাকস)	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	২০০০-২৩০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৬	সেন্টার ফর এক্যাশান রির্সাচ বারিন্দ্র (কার্ব)	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	২১০০-২২০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
১৭	মাদিশহর চাইল্ড ডেভঃ স্পন্সরশীপ প্রোঃ	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১৭০০-১৯০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১৮	দুলালপাড়া চাইল্ড ডেভঃ স্পন্সরশীপ প্রোঃ	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	২৮০০-৩০০০	--	চলমান
১৯	প্রশিকা	ঋণপ্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র্য কৃষি ও মৎস্য চাষীদেরকে সহায়তা করে থাকে	২০০০-২২০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
২০	বিজ	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	২৫০০-২৭০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
২১	কারিতাস	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতাঝুঁকিহ্রাস , ও রিলিফ	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
২২	এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভল্পমেন্ট	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	২৪০০-২৬০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
২৩	সুপথ	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম ও শিক্ষা	১৬০০-১৮০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
২৪	চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশন	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম ও শিক্ষা	৩০০০-৩২০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
২৫	আশা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	১৮০০-২০০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
২৬	ঘাষফুল	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	২১০০-২৩০০	--	চলমান
২৭	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ	"সূর্যের হাসি ক্লিনিক" এর মাধ্যমে সমগ্র বদলগাছি উপজেলায় নিয়মিত মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সহায়তা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর কাজ করে	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
২৮	পল্লী শ্রী	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	২০০০-২২০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
২৯	বাংলাদেশ লুথারেন মিশন বি.এল.এম.এফ	সংস্থা কর্তৃক শিক্ষাবৃত্তি, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষ রোপন এবং আর্সেনিক পরীক্ষা করাসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করে	২২০০-২৪০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান

৩০	রিক	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে	২১০০-২২০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৩১	ব্র্যাক	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রমও শিক্ষা	২৬০০-২৮০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৩২	টি এম এস এস	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	১৫০০-১৭০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
৩৩	ইনব্রন হেল্থ এ্যাডুকেশন	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম ও শিক্ষা	১৯০০-২০০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৩৪	ব্যুরো বাংলাদেশ	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম ও শিক্ষা	১৭০০-১৯০০	--	চলমান
৩৫	মহাদেবপুর ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	নার্সারি-বনায়ন, স্যানিটেশন, মৎস্যচাষ, প্রতিবন্ধী চিকিৎসা ও জাতীয় দিবস পালন	২৮০০-৩০০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৩৬	এস.ডি.এফ	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	২০০০-২২০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
৩৭	আশ্রায়	স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুককে না বলা	২৫০০-২৭০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৩৮	শিয়ালী অর্পন উন্নয়ন সংস্থা	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৩৯	ওয়েফ ফাউন্ডেশন	গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাষণ শক্তিশালীকরন প্রকল্প	২৪০০-২৬০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৪০	ব্রতী	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম ও শিক্ষা	১৬০০-১৮০০	পরিমান/ সংখ্যা	চলমান
৪১	লাইট হাউস	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	৩০০০-৩২০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
৪২	আরকো	সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ঋনকাযক্রম	১৮০০-২০০০	--	চলমান

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, ২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূবর্ প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন জি ও. %	
১.	নদী ড্রেজিং করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	হাতুরের সুতানপুর বাজার থেকে চাঁন্দাশের শিবগঞ্জ পর্যন্ত	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন জি ও %	
২	নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণ করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	হাতুরের সুতানপুর বাজার থেকে চাঁন্দাশের শিবগঞ্জ পর্যন্ত	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুট থেকে ২৫০ ফুট	৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	ভীমপুরে ৫টি, খাজুরে ৪টি, চান্দাশে ৪টি, মহাদেবপুরে ৫টি, হাতুরে ২টি, উত্তরগ্রামে ৩টি, এনায়েতপুরে ৩টি, চেরাগপুরে ২টি ও রাইগাঁয় ২টি	বছরের যে কোন সময়	৬০	২	১০	২৮	
৪	কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ জন করে দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	উপজেলা কৃষি অফিস	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	
৫	জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	
৬	দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথে জনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	
৭	পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (সরকারী পুকুরসহ)	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন জি.ও. %	
৮	প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	মহাদেবপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৯	সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত	৩৫	৫	২৫	৩৫	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	জানমাল নিরাপদ স্থানে নেওয়া	ক্ষয়ক্ষতির হাত - রক্ষা থেকে	৭লক্ষ ৮- টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্ত্ততি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে
২	মা, শিশু, প্রতিবদ্ধি ও বৃদ্ধদের তাৎক্ষণিক নিরাপদে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	
৩	তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৯	১	২০	৪০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
৪	শুকনা খাবার ও নিরাপদ পানি বিতরন	জীবন ধারন ও রোগমুক্ত রাখা	১০-১২ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩০	১	২৯	৩০	বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৫	ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা	জীবন ও জানমাল রক্ষা	৮-১০ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২০	১	১৯	৬০	
৬	নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা সমাধান	৩-৪ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫	৫	৩০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	ধ্বংসাব শেষ পরিস্কার করা	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করারোগ বালাই , কমানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ কমানো	৬০ ৭০- লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৫	১৫	৫০	২০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-
২	রাস্তা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্তা সচল থাকবে ও আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে	২৫ ৩০- কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৪০		৫	৫৫	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বন্যাকালবৈশাখী ও ঝড়ে শিক্ষা , প্রতিষ্ঠান জীবন রক্ষা পাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে	৬০ ৭০- লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৯	০১	৭০	১০	সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৪	সেচ পাম্পের ব্যবস্থা	জলবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা করা এবং খাদ্য সংকট দূর করা	৬লক্ষ ৭- টাকা	প্লাবিত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৫	আবাসনের ব্যবস্থাকরন	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাস নিশ্চিত করা	৭০ ৮০- লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৫৫	৫	২০	২০	
৬	ত্রাণ সামগ্রী প্রদান	স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা	৮ ১০- কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	১	৯	৫৫	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্র:নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	বাঁধ তৈরি করা	বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করাঅর্থ সংকট দূর , করা			মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১৫	২৫	২৫	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার

ক্র:নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
২	আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা	বন্যা ও ঝড়ে জীবন রক্ষা করা			আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪৫	১০	১০	৩৫	লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন	খরা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ			আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪০	১০	১০	৪০	
৪	বেশি করে গাছ লাগানো	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা			আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	২০	১০	৫০	২০	
৫	ঘরবাড়ি মজবুত করা	বন্যাকালবৈশাখী ও , ঝড়ে জানমাল রক্ষা করা			আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১৫	৩০	১০	৪৫	
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা			১২ মাস	১৯	২০	২০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেণ্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কণ্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	মোবাইলনম্বর
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৩	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭৪০৮৮৪৩০৩
৪	মোছাঃ আমিনা খাতুন	মহিলা বিষয়ক অফিসার	০১৮১৬ ৩১১৫৪৫
৫	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সমাজসেবা অফিসার	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৬	এ কে এম মফিদুল ইসলাম	কৃষি অফিসার	০১৭১৬ ৩৫৯০৫১

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা পরিষদ, মহাদেবপুর, ২০১৪

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই জেলাউপজেলা কার্যালয়/ কর্তৃক জরুরী কণ্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩জন সেচ্ছা ৪/সেবক ও পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলাটি ৩জন করে মোট ৩উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কণ্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে / (ঘণ্টা ২৪) সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রীকণ্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ জেলা সদরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।/
- কণ্ট্রোল রুমে একটি কণ্ট্রোলরুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেনদায়িত্ব কালীন সময়ে , কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণকরা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাংগানো একটি জেলাবাঁধ ইত্যাদি ,খাল ,ভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাবি ,উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান/ চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কণ্ট্রোলরুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও ,টি বড় টর্চ লাইট৫ ,চার্জার লাইট ,হ্যাজাক ,গাম বুট ,ব্যাটারী ,লাইফ জ্যাকেট , রেইন কোর্ট কণ্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/ ঔষধ/ স্যালাইন/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও	স্থানীয়	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
	রক্ষনাবেক্ষন	আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ কালীন সময়	সরকার		মাধ্যমে	কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১.	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১২	পর্যাপ্ত পরিমাণে গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	অন্তত ১৭টি গভীর নলকূপ থাকবে যার গভীরতা ২২০ ফুট থেকে ২৫০ফুট	বছরের যে কোন সময়	পানি উন্নয়ন বোর্ড	স্থানীয় সরকার	টেন্ডারের মাধ্যমে গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে ও শ্রমিক নিয়োগ করে এবং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে	পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ
১৩	বৃক্ষ রোপণ ও তার সুষ্ঠু তদারকী করা	মোট ৫০কি.মি.। গাছ তদারকির জন্য লোক নিয়োগ করা লাগতে পারে। খাঁচা, খুঁটি লাগতে পারে গাছ রক্ষা করার জন্য।	আষাঢ়-ভাদ্র মাস পর্যন্ত	বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনবিভাগ/ এনজিও	স্থানীয় সরকার	টেন্ডারের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে ও শ্রমিক নিয়োগ করে এবং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে।	বনবিভাগ
১৪	পুরাতন বাঁধ সংস্কার করা ও নতুন বাঁধ নির্মাণ করা	মোট ১৫কি.মি। উচ্চতা ১০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট। মোট ৬ কি.মি। উচ্চতা ৫ফুট (আছে ৫ফুট)। প্রস্থ ৫ ফুট (আছে ১০ফুট)।	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	এলজিইডি /বি ডাব্লিউ ডি বি	স্থানীয় সরকার	টেন্ডারের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উপকরণ –য় করে ও শ্রমিক নিয়োগ করে	বি ডাব্লিউ ডি বি

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
						এবং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে	
১৫	নদী ড্রেজিং করা	মোট ১৮ কি.মি.। গভীরতা ১৫ ফুট, চওড়া ১৫ ফুট। বর্তমানে গভীরতা আছে ১০ ফুট।	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	বিডাবলিউ ডি বি	স্থানীয় সরকার	টেন্ডারের মাধ্যমে ড্রেজিং মেশিন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে ও শ্রমিক নিয়োগ করে এবং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে।	বি ডাব্লিউ ডি বি
১৬	জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	আবহাওয়া অধিদপ্তর /পানি উনড়বয়ন বোর্ড	স্থানীয় সরকার	প্রোগ্রাম সিডিউল ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে	আবহাওয়া অধিদপ্তর

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রানসামগ্রী পরিবহন ও ত্রানকর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/ উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩:উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	--	--	--	--
ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	--	--	--	--
স্কুল কাম শেল্টার	--	--	--	--
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	উপজেলা পরিষদ ভবন	মহাদেবপুর	--	--
ইউপি ভবন	মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মহাদেবপুর	৫০০-১০০০ জন	--
	হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	হাতুর		
	খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	খাজুর		
	চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	চাঁন্দাশ		
	রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাইগাঁ		
	এনায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	এনায়েতপুর		
	সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	সফাপুর		
	উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	উত্তরগ্রাম		
	চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	চেরাগপুর		
	ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	ভীমপুর		
উঁচু রাস্তা	মহিষ বাথান	মহাদেবপুর	৭.৩ কি.মি.	--
	সুজাইল মোড়	মহাদেবপুর	৪.৫ কি.মি.	
	পাঠাকাটা	মহাদেবপুর	১৪ কি.মি.	
	শিবগঞ্জহাট	চাঁন্দাশ	৯.৮৮ কি.মি.	
বাঁধ	মহিষ বাথান	মহাদেবপুর	৭.৩ কি.মি.	--
	সুজাইল মোড়	মহাদেবপুর	৪.৫ কি.মি.	
	পাঠাকাটা	মহাদেবপুর	১৪ কি.মি.	
	শিবগঞ্জহাট	চাঁন্দাশ	৯.৮৮ কি.মি.	

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এফজিডি, কমিউনিটি মিটিং ,২০১৪

প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে। নিম্নলিখিত তথ্যগুলো যেমন- কবে তৈরী হয়েছে, শেষ কবে মেরামত হয়েছে, কয়তলা ভবন, বর্তমান ব্যবহার, কয়টি টিউবওয়েল, কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা, আশ্রয়কেন্দ্রের সেচ্ছাসেবকদের যন্ত্রপাতির তালিকা ও বর্ণনাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের/ নিরাপদ স্থানসমূহের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

৪ ৪.আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

টেবিল ৪.৪:উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টার	--	--	--	--
সরকারি/ বেসরকারি	উপজেলা পরিষদ ভবন	--	--	--
	মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	

প্রতিষ্ঠান	হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬	
	খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ বেলাল উদ্দীন	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬	
	চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	
	রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	০১৭১২ ২১৮ ০২১	
	এনায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মেহেদী হাসান	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩	
	সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ সামসুল আলম	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯	
	উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০	
	চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ কুন্ডু	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২	
	ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ ভদ্র	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬	
উঁচু রাস্তা	মহিষ বাথান	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	--
	সুজাইল মোড়	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	
	পাঠাকাটা	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	
	শিবগঞ্জহাট	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	
বাঁধ	মহিষ বাথান	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	--
	সুজাইল মোড়	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	
	পাঠাকাটা	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	
	শিবগঞ্জহাট	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ, মহাদেবপুর, ২০১৪

- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

✓ গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

✓ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	--	--	--
গোডাউন	--	--	--
নৌকা	--	--	--

গাড়ি	--	--	--

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর।

ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

- পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
  ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি
  ১. চেয়ারম্যান
  ২. সচিব
  ৩. এনজিও প্রতিনিধি
  ৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬:পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৩	--	এজিও প্রতিনিধি	--
৪	এ কে এম মফিদুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৬ ৩৫৯০৫১
৫	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি
৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

চেয়ারম্যান .১
সচিব .২
মহিলা সদস্য .৩
সরকারী প্রতিনিধি .৪
এনজিও .৫ প্রতিনিধি
সদস্য .৬ ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

টেবিল ৪.৭:সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯

৩	মোসাঃ বেগম হাসিনা বিশ্বাস	মহিলা সদস্য	০১৭১৭ ৩৬৩৩১৩
৪	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৫	---	এজিও প্রতিনিধি	---
৬	মোঃ একরামুল হক	সদস্য	০১৭৫৪ ৩৪৭২৫৭
৭	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পূনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৭৬২ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনের কারণে ৩৫ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৫১৭৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। মহাদেবপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ কালবৈশাখীর আক্রমণে ২০২৩৩ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অনাবৃষ্টির কারণে ২০২৩৩ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে মহাদেবপুর উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৫২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	মহাদেবপুর উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ৪৭৭৬ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। মহাদেবপুর উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৪৭৩ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে ৫টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	মহাদেবপুর উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে মহাদেবপুর উপজেলায় প্রায় ৫০% জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খরার কারণে চর্মরোগসহ বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে মহাদেবপুর উপজেলার ৩৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে মহাদেবপুর উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেবপুর উপজেলায় ১০টি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২২৭৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৬০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়ন নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৩	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৫	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৬	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৭	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
৮	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
৯	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১০	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১১	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১২	শ্রী রাম প্রসাদ কুণ্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৩	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৪	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহাদেবপুর, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৩	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৫	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৬	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৭	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
৮	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
৯	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১০	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১১	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১২	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৩	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৪	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহাদেবপুর, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৩	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৫	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৬	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৭	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
৮	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
৯	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১০	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
১১	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১২	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৩	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৪	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহাদেবপুর, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ আমিনুর রহমান	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৩	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
৫	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
৬	মোঃ বেলাল উদ্দীন	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
৭	মোঃ আব্দুস সাত্তার	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
৮	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
৯	মোঃ মেহেদী হাসান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
১০	মোঃ সামসুল আলম	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১১	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
১২	শ্রী রাম প্রসাদ কুণ্ডু	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
১৩	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
১৪	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, মহাদেবপুর, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও নং বিপদ৫টিভির মাধ্যমে /সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত) ”ছক“চেক লিস্টপরীক্ষা করে (দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁনা/
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	
	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	
	১ থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	
	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	
	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	
	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	
	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	
	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	
	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রনং:	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর	উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা	০১৭৪১ ৫৪৯৪৯৩
২	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	---
৩	মোসাঃ বেগম হাসিনা বিশ্বাস	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৭ ৩৬৩৩১৩
৪	মোঃ আমিনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি	০১৭৭৪ ৯১৪৮৪৯
৫	ডাঃ মোঃ আব্দুল জব্বার	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ২৩৩৫৭৪
৬	এ কে এম মফিদুল ইসলাম	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ৩৫৯০৫১
৭	ফিরোজ আলম	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২২ ৮০৫০২৭
৮	ডাঃ মোঃ মাহফুজার রহমান	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ৯৭২৩৩৪
৯	মোঃ আলমাস-উদ-বিল-হক	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ২০৬৫৫৪
১০	মোঃ এনায়েত উদ্দীন	উপজেলা অফিসার ইনচার্জ, বদলগাছি	সদস্য	০১৭১৩ ৩৭৩৮৪১
১১	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৪ ৬০৩৮৯৪
১২	আব্দুল আওয়াল	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৬২৪৫১৩
১৩	হীরেন্দ্রনাথ সরকার	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭২০ ২৪৫৪৪৪
১৪	মোহাঃ আলম আলী	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ২১৩১৪১
১৫	মোঃ নূরে আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৭১৮ ৭৭৫১৮৮
১৬	মোছাঃ আমিনা খাতুন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৮১৬ ৩১১৫৪৫
১৭	মোঃ সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭৪০৮৮৪৩০৩
১৮	মোহাঃ জাহিদুল হক	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৪৮৫১
১৯	মোঃ মাহাবুবুর রহমান	উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ৯৬৮৬৭৮
২০	মোঃ জিল্লুর রহমান	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ২২৬৭৮২
২১	মোঃ মোহতাছিম বিল্লাহ	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ২৯৬৫৩৫
২২	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	চেয়ারম্যান, মহাদেবপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭
২৩	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	চেয়ারম্যান, হাতুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬
২৪	মোঃ বেলাল উদ্দীন	চেয়ারম্যান, খাজুর ইউপি	সদস্য	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬
২৫	মোঃ আব্দুস সাত্তার	চেয়ারম্যান, চাঁন্দাশ ইউপি	সদস্য	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭
২৬	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	চেয়ারম্যান, রাইগাঁ ইউপি	সদস্য	০১৭১২ ২১৮ ০২১
২৭	মোঃ মেহেদী হাসান	চেয়ারম্যান, এনায়েতপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩
২৮	মোঃ সামসুল আলম	চেয়ারম্যান, সফাপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯
২৯	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	চেয়ারম্যান, উত্তরগ্রাম ইউপি	সদস্য	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০
৩০	শ্রী রাম প্রসাদ কুন্ডু	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), চেরাগপুর ইউপি	সদস্য	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২
৩১	শ্রী রাম প্রসাদ ভদ্র	চেয়ারম্যান, ভীমপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬
৩২	মোঃ শহিদুল ইসলাম	বন বিভাগ	সদস্য	০১৭১২ ১৯০৬৪২
৩৩	মনোতোষ কুমার	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	সদস্য	০১৭২২ ৪০৩৯৭৮

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,মহাদেবপুর, ২০১৪

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ নাজিমউদ্দীন সরকার	মোঃ নরিম উদ্দীন সরকার	১		০১৭১২ ৯৫৯৭০৫
০২	মোঃ আবু হাসান, চেরাগপুর		৮		০১৭২৪ ৩৮৪৫৪০
০৩	মোসাঃ মোয়ারা বেগম	ওয়াহিদুর ইসলাম	সং-৪,৫,৬		০১৭৪০ ১৬৭৩৭১
০৪	মোঃ মজাফর হোসেন, মহাদেবপুর	মোঃ মফেজ সরদার	২		০১৭১৩ ৭৪৪৭৪০
০৫	মোঃ ইনুসার রহমান	লুৎফর রহমান	৪		০১৭১৪ ৪৬০৪০০
০৬	মোসাঃ দিলরুবা খানম	ডা. লুৎফর রহমান	সং-৪,৫,৬		০১৭৫৩ ৬১৫৬৯৬
০৭	মোঃ রইস উদ্দীন, উত্তরগ্রাম	মোঃ ইসমাইল হোসেন	১		০১৭৩৪ ৬৮২০৩৪
০৮	মোঃ মিজানুর রহমান	কাজিমউদ্দীন	৭		০১৭১৩ ৭২১৮৬৯
০৯	মোসাঃ রেবেকা খাতুন	মোঃ মিয়াজ উদ্দীন	সং-১,২,৩		০১৭৩৫ ৯৪৬১৬০
১০	মোঃ আয়ুব আলী, খাজুর	মোঃ ছমের আলী	৭		০১৭৪৫ ১৭২৮২৩
১১	মোঃ আরিফুল ইসলাম	মোঃ হাবিবুর রহমান	৮		০১৭৩৩ ২৮৮৪০৮
১২	মোসাঃ আলফুল নেসা	মোঃ সুলাইমান	সং-১,৩,৬		০১৭২৬ ৩২৫১৫৫
১৩	মোঃ রেজাউল করিম, রাইগাঁ	আব্দুস সাত্তার	৯		০১৭৩৫ ৬২১২৮০
১৪	মোঃ আব্দুর রহিম	আব্দুল মন্ডল	৮		০১৭৩৯ ৫৬৯৫৬৫
১৫	মোসাঃ রেশমা আক্তার	আব্দুস সালাম	সং-৭,৮,৯		০১৭১৯ ৭৫১৩৭৪
১৬	মোঃ আব্দুল হান্নান, এনায়েতপুর	আব্দুর রহমান	৬		০১৭৪০ ৮৬৯৬৬৭
১৭	মোঃ আয়ুব হোসেন	বছির উদ্দীন	১		০১৭২৪ ৮৪০৬১৫
১৮	মোসাঃ রেহেনা পারভীন	হারুনুর রশীদ	সং-৭,৮,৯		০১৭৪৩ ৪৪৯১৮৭
১৯	মোঃ একরামুল হক, চাঁন দাশ	মোঃ ইছামুদ্দীন দেওয়ান	১		০১৭৫৪ ৩৪৭২৫৭
২০	মোঃ সমসের আলী	নূর মোহম্মাদ	২		০১৯২৯ ১৪৩৬৪৪
২১	মোসাঃ তাছলিমা	মোঃ শাইকুল ইসলাম	সং-৭,৮,৯		০১৭৪৯ ৭৮৭৮১৩
২২	মোঃ আলামুদ্দীন সরকার, ভীমপুর	মোঃ মফিজ উদ্দীন	৬		০১৭১৩ ৭৮৭৪৮৩
২৩	মোঃ আনোয়ারা হোসেন	মোঃ কারমুল ইসলাম	৯		০১৭৩৩ ১০০৫২২
২৪	শ্রী আধীর চন্দ্র	রঘু মন্ডল	৪		০১৭২৫ ০২০২৯২
২৫	মোঃ আব্দুল হাকিম, সফাপুর	বছির উদ্দীন	৯		০১৯১২ ৪৪৭৯৫৩
২৬	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন	ফকির উদ্দীন	৮		০১৭১৯ ৮৬৬১৪৬
২৭	মোসাঃ রহিমা বেগম	মুসলিম উদ্দীন	সং-৭,৮,৯		০১৭৩৯ ৭৩৫৩১২
২৮	হাতুর	--	--	--	--
২৯	--	--	--	--	--
৩০	--	--	--	--	--

তথ্য সূত্র: ইউনিয়ন পরিষদ,মহাদেবপুর, ২০১৪

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদ ভবন	উপজেলা চেয়ারম্যান		
মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
হাতুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	০১৭১৯ ৭২৮ ১২৬	---
খাজুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ বেলাল উদ্দীন	০১৭৩৩ ১৩১ ৮৬৬	---
চাঁন্দাশ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	---
রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মোফাক্ষারুল হোসেন	০১৭১২ ২১৮ ০২১	---
এনায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মেহেদী হাসান	০১৭১৩ ৭৩০ ৪২৩	---
সফাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ সামসুল আলম	০১৭১১ ৪৫১ ৮০৯	---
উত্তরগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	শেখ শাহ্ আলম ফয়সাল	০১৭১১ ৪৬৩ ৫৩০	---
চেরাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ কুন্ডু	০১৭৪০ ৮৪৬ ০৩২	---
ভীমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রাম প্রসাদ ভদ্র	০১৭১৫ ৬০৫ ১৯৬	---

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,মহাদেবপুর, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মহিষ বাথান	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
সুজাইল মোড়	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
পাঠাকাটা	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯ ২৮৭	---
শিবগঞ্জহাট	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫ ১৫৭	---

তথ্য সূত্র: এজিইডি,মহাদেবপুর, ২০১৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সারতা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহাদেবপুর	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	০১৭১০ ১৪০ ২৭৮	---
দাউল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহাদেবপুর	মোঃ সাজুদুল	০১৭১২ ৩৯৮ ০২৯	---
বিষ্ণুপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহাদেবপুর	মোসাঃ মনোয়ারা খাতুন	০১৭২৫ ৫৩৮ ১১৬	---
বকাপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহাদেবপুর	মিঠুন কুমার	০১৭৭৩ ৩৬ ৯ ১৯১	---
গাহলী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাতুর	শেফালী	০১৭২১ ৭৬৬ ২৬২	---
মহিষবাথান উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাতুর	সফিউল আলম	০১৭৪২ ৮১৭ ৩৮৩	---
জয়পুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোসাঃ সুমি আক্তার	০১৭২৩ ৭৪৬ ৮২৪	---
দেবীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোঃ সুমন সরদার	০১৭২৮ ০৩০ ৬০৮	---
রনাইল উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোঃ জুয়েল রহমান	০১৭২৫ ৩১৮ ০৮৩	---
খোর্দ্দ কালনা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খাজুর	মোঃ আকরাম হোসেন	০১৭২৮ ৪০১ ৯০৩	---
চাঁন্দাশ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাঁন্দাশ	বিলকিস	০১৭৩৩ ৮৪৭ ৫৩১	---
ডিমজাউন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাঁন্দাশ	লাকি রানী	০১৭৬৩ ৮৮৯ ০৩৩	---
লক্ষীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাঁন্দাশ	বিকাশ চন্দ্র	০১৭২৫ ০১৮ ৯৫৯	---
কালনা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	তুহিন আখতার	০১৭২৫ ৬৭৭ ০৭০	---
আলতাদিঘী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	মোঃ আল মামুন	০১৭৭৫ ৩৭০ ৪৯৯	---
নারায়নপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	মোঃ এরশাদ আলী	০১৭৩৬ ৫৩১ ০১৭	---
হরিপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাইগাঁ	মোঃ শাহিন আলম	০১৭৩৭ ১১৫ ০৫২	---

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চক বলরাম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	মিনারা ফেরদৌস	০১৭৬৩ ১৮৫ ৯১৬	
মহিনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	নিত্যানন্দ সাহা	০১৭১০ ৭১৮ ০২৫	---
বিলছারা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	মোঃ শাহ্ আলম	০১৭৩৬ ৪৫৩ ৬৪৭	---
বিজয়পুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এনায়েতপুর	সামসুন্নাহার	০১৭২৫ ১০০ ৮৮৫	---
বিনোদপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সফাপুর	প্রিন্সেস	০১৭৬৮ ৩০১ ৬১০	---
মমিনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সফাপুর	ফারজানা মিতালী	০১৭৬৮ ৮৭৬ ৭০০	---
সফাপুরউপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সফাপুর	সুখেন্দু কুমার	০১৭২১ ৬৯২ ২৪৪	---
শিবরামপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	মোঃ মাহবুব আলম	০১৭১০ ৭৬৪ ০৬৩	---
সুলতানপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	কণিকা	০১৭৪৬ ১৮০ ২৪৮	---
বামনছাতা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	লক্ষী রানী	০১৭৬১ ৩২৪ ৮৩৩	---
ভালাইন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উত্তরগ্রাম	শাহনাজ	০১৭৬৩ ১৯২ ৩৮০	---
শালবাড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেরাগপুর	জুলেখা বানু	০১৭৩৬ ৩৫০ ১৫১	---
আজিপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেরাগপুর	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	০১৭৭২ ২২৯ ৯৮২	---
ফুলবাড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেরাগপুর	সোনতা রানী	০১৭৪৫ ২৪৭ ৯৫২	---
ভীমপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভীমপুর	সুলতানা নাজনীন চৌধুরী	০১৭৪৪ ৩৯২ ৪০৮	---
দক্ষিণ লক্ষীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভীমপুর	কৃষ্ণ কুমার মহন্ত	০১৭৪৬ ৪০৫ ৮০৭	---
বাগাচারা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভীমপুর	নার্গিস পারভীন	০১৭২৯ ৯৭০ ১০৯	---

তথ্য সূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস,মহাদেবপুর, ২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়নওয়ার্ডের নাম /	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
মহাদেবপুর	মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী	০১৭১৭ ৮৯৯২৮৭	---
হাতুর	মোঃ আকবর আলী মন্ডল	০১৭১৯ ৭২৮১২৬	---
খাঁজুর	মোঃ বেলাল উদ্দীন	০১৭৩৩ ১৩১৮৬৬	---
চান্দাস	মোঃ আব্দুস সাত্তার	০১৭১২ ২৫৫১৫৭	---
রায়গাঁও	মোঃ মোফাক্কারুল ইসলাম	০১৭১২ ২১৮০২১	---
এনায়েতপুর	মোঃ আবু এমরান রাজু	০১৭২৫ ৬৭৫১৫৫	---
সফাপুর	মোঃ সামসুল আলম	০১৭১১ ৪৫১৮০৯	---
উত্তরগ্রাম	মোঃ রমজান আলী	০১৭১৩ ৭১৬৬৩৭	---
চেরাগপুর	মোঃ রহমতউল্লাহ ফজর	০১৭১১ ৪১২৫২৪	---
ভীমপুর	রাম প্রসাদ ভদ্র	০১৭১৫ ৬০৫১৯৬	---

তথ্য সূত্র: উপজেলা পরিষদ,মহাদেবপুর, ২০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা

আয়তন	৩৯৭.৬৭ বর্গ কি. মি.	ঈদগাঁহ্	২৫০টি
BDwbqb	১০টি	ব্যাংক	১০টি
মৌজা	৩০৭টি	পোস্ট অফিস	১৯টি
গ্রাম	২৯৮টি	ক্লাব	৪৯টি
পরিবার	৭৫৩৮৯	হাট বাজার	২১টি
মোট জনসংখ্যা	২৯২৮৫৯	কবরস্থান	১০৫টি
পুরুষ	১৪৬৯০৫ জন	শ্মশান ঘাট	২৫টি
মহিলা	১৪৫৯৫৪জন	মুরগির খামার	৩৮টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩২১টি	তাঁত শিল্প কারখানা	--
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৪টি	গভীর নলকূপ	৫১৬টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২টি	অগভীর নলকূপ	৮৬২০টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫২টি	হস্ত চালিত নলকূপ	৩৯,০০০টি
কলেজ	৫টি	নদী	১টি
মাদ্রাসা (এবতেদায়ী ,ফাজিল ,দাখিল)	২৯টি	খাল	১৮৬.৭৫ কি.মি.
শিক্ষার হার	৬০%	বিল	৬টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৩৩টি	পুকুর	৪৭৭৬টি
বাঁধ	৪টি	জলাশয়	--
স্লুইচ গেট	২টি	কাঁচা রাস্তা	৪৩৭.৫৮ কি.মি.
ব্রীজ	২৪টি	পাকা রাস্তা	২২০.৬৩ কি.মি.
কালভার্ট	৫৪৯টি	মোবাইল টাওয়ার	--
মসজিদ	৩৯৫টি	খেলার মাঠ	৫৫টি
মন্দির	৯৬টি		

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
--	--	--	--

সংযুক্তি ৭:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

এপ্রিল ১৬, ২০১৪ স্থান মহাদেবপুর উপজেলা অডিটরিয়মে সুশীলন (সিডিএমপি-২) এর অয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ । এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সুশীলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর।

মূলকার্যক্রম

সকাল ১০.২০ মিনিটে সুশীলনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সভার সভাপতি জনাব মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন। পরে সুশীলনের অন্য এক অফিসার প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সকলের সামনে তুলেধরেন। তথ্য-উপাত্ত দেখে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন তখন সুশীলনের একজন সদস্য সেইসব মতামত শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করেন।

ফিডব্যাক/সংশোধনী সমূহ

উপরিক্ত আলোচনা হতে যে সব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রধান প্রধান আপদের মধ্যে বজ্রপাত, ফসলে পোকার আক্রমন, অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত আবকাঠামো স্থাপন, চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা, ভূমি দখল ও ভূমিকম্প অবশ্যই থাকতে হবে।
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ৩৫.৬৮ কি:মি: বাঁধ ও নতুন বেড়ী বাঁধ করার জায়গা আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- উপজেলাতে খাল ১১টি লিখতে হবে।
- হাতুর, এনায়েতপুর, মহাদেবপুর, চান্দাশ, উত্তরগ্রাম, খাজুর ও সফাপুর ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- মহাদেবপুর উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ কম হয়।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরিক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, সুশীলন (সিডিএমপি-২) কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভাটি উপজেলার চেয়ারম্যান এবং এই সভার সভাপতি জনাব মোঃ রিয়াছাত হায়দার টগর বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে সুশীলনকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা আমাদের উপজেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে উপজেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই উপজেলাতে থাকা খুবই জরুরি। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামশিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার ,অবস্থান ,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	মহাদেবপুর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯৪	১১	না
	২	নাটশাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৯	৬	না
	৩	ফাজিলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৭	৭	না
	৪	দাউল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	৫	না
	৫	বকাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৭	৭	না
	৬	জোয়ানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৬	৬	না
	৭	জন্তিগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	৬	না
	৮	আখেড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬২	৭	না
	৯	মহিষবাথান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৩	৯	না
	১০	বেলকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২০	৪	না
	১১	মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৫	না
	১২	চক কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৬	না
	১৩	বিলশিকারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৬	না
	১৪	গাহলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৩	৪	না
	১৫	চকচকী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	৩	না
	১৬	এনায়েতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৩	৭	না
	১৭	পৈতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯	৪	না
	১৮	বিজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৭	না
	১৯	মহীনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০২	৬	না
	২০	কালুশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৮	৬	না
	২১	কালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫১	৫	না
	২২	সুজাইলহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯১	৬	না
	২৩	হোসেনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৮	৬	না
	২৪	দেবরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	না
	২৫	খাজুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১০	১১	না
	২৬	জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯১	৪	না
	২৭	মর্তুজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৯	৪	না
	২৮	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৪	না
	২৯	কুড়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	৩	না
	৩০	খোর্দ্দকালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪	৬	না
	৩১	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৭	না
	৩২	বনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	না
	৩৩	গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৬	৭	না
	৩৪	দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩	৪	না
	৩৫	৩৫-লক্ষিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬	৫	না

	৩৬	পাঠাকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৭	৬	না
	৩৭	পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৭	৭	না
	৩৮	হামিদপুর জিগাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৬	৬	না
	৩৯	বিনোদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	না
	৪০	পবাতৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭	৪	না
	৪১	চাঁন্দাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৪	৭	না
	৪২	গংগারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৭	৭	না
	৪৩	বৃন্দারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫	৪	না
	৪৪	পাঘা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৬	না
	৪৫	বাগডোব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৭	না
	৪৬	বাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৪	না
	৪৭	কাঞ্চন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	৪	না
	৪৮	৪৮-লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	৫	না
	৪৯	রাইগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৮	৮	না
	৫০	কুড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	না
	৫১	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৭	না
	৫২	বিড়মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৫	না
	৫৩	শেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৫	না
	৫৪	কুন্দনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৮	৬	না
	৫৫	সহরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৬	না
	৫৬	কাদিয়াল নাউরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৫	না
	৫৭	ঘোংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭	৪	না
	৫৮	উত্তরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৪৪	১০	না
	৫৯	বামনসাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫২	৮	না
	৬০	দোহালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৮	৭	না
	৬১	সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৪	৬	না
	৬২	শিবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩০	১০	না
	৬৩	শিবরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫২	৬	না
	৬৪	ভালাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯১	৭	না
	৬৫	কর্নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৩	৫	না
	৬৬	শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৪	না
	৬৭	চেরাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	৬	না
	৬৮	আজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৫	৬	না
	৬৯	মনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৭	না
	৭০	বাজিতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৪	না
	৭১	ধনজইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৩	৬	না
	৭২	শালবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২১	৭	না
	৭৩	বাগধানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৪	না
	৭৪	আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৩	৬	না
	৭৫	সরস্বতীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৭	না
	৭৬	পাতনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৬	১০	না
	৭৭	রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৬	৮	না
	৭৮	সোনাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৭	না
	৭৯	খোর্দ্দনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক	২১২	৬	না

		বিদ্যালয়			
	৮০	চকগৌরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৮	না
	৮১	ঝাড়িরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০	৩	না
	৮২	চক শ্যামপুর সারতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৩	৪	না
	৮৩	সারতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪	৫	না
	৮৪	বাখেড়াবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬১	৪	না
	৮৫	জোতহরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৭	৪	না
	৮৬	চকরাজা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	৪	না
	৮৭	গুড়হারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯১	৩	না
	৮৮	বিলছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৪	না
	৮৯	নূরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৪	না
	৯০	দেওয়ানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৮	৩	না
	৯১	সাহাজাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	না
	৯২	বুজরকান্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৫	৪	না
	৯৩	চকবলরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	না
	৯৪	শালগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৪	না
	৯৫	পন্ডিতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	৪	না
	৯৬	মহাদেবপুর সঃ উঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০	৪	না
	৯৭	আখিড়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	না
	৯৮	জাহাঙ্গীরপুর সঃ উঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৯	৪	না
	৯৯	রনাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৫	৪	না
	১০০	দেশখিরশিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	৪	না
	১০১	স্ববুপপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	৪	না
	১০২	বয়ড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪	৪	না
	১০৩	শিয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৪	৪	না
	১০৪	মুখরবিশ্বনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	না
	১০৫	তাঁতারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১১	৪	না
	১০৬	খোশালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	৪	না
	১০৭	মুগইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২	৪	না
	১০৮	জন্তইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	না
	১০৯	গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	৪	না
	১১০	খোর্দ্দজয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	না
	১১১	জয়পুর সরদার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৪	৪	না
	১১২	ঘাষিয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৪	৪	না
	১১৩	রহট্টা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	৩	না
	১১৪	মইজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৩	৪	না
	১১৫	সফাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	না

	১১৬	সাবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩	৪	না
	১১৭	বেলট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৪	না
	১১৮	কালনা-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	৪	না
	১১৯	কালনা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৫	৪	না
	১২০	চকউজাল বেহুলাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৬	৪	না
	১২১	ইছাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২	৪	না
	১২২	ভীমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৫	৪	না
	১২৩	ছিলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	৪	না
	১২৪	হরিরামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	না
	১২৫	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৪	না
	১২৬	দঃ লক্ষিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৮	৪	না
	১২৭	হাসানপুর চৌমহনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৮	৪	না
বিদ্যালয়	১	জাহাঙ্গীরপুর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ	৪৯৫	৯	না
	২	মহাদেবপুর সর্বমঙ্গলা উচ্চ বিদ্যালয়	১০৬৫	১৩	না
	৩	জাহাঙ্গীরপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫৪	১১	না
	৪	রাইগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়	৯৬০	২৪	না
	৫	খাজুর ইউ পি উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩৬	১৩	না
	৬	সরস্বতীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৬৯৪	১৪	না
	৭	জয়পুর ডাঙাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৫৩২	১৪	না
	৮	হাট চকগৌরী উচ্চ বিদ্যালয়	৬৬০	১০	না
	৯	শিবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	৪১৬	১২	না
	১০	হামিদপুর জিগাতলা উচ্চ বিদ্যালয়	২৯৫	১১	না
	১১	পাঁঠাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৭	১০	না
	১২	কৃষ্ণগোপাল উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৫	১২	না
	১৩	ভরাডুবা আখতার হামিদ সিদ্দিকী উচ্চ বিদ্যালয়	১৯১	৯	না
	১৪	উত্তরগ্রাম দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৩	১১	না
	১৫	রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২৬১	১২	না
	১৬	ধনজইল উচ্চ বিদ্যালয়	২৫৫	১২	না
	১৭	শালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	৩০০	১২	না
	১৮	জন্তিগ্রাম টি এ উচ্চ বিদ্যালয়	১৭৫	১১	না
	১৯	জোয়ানপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৩	১১	না
	২০	বকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	২২৫	৯	না
	২১	দাউল বারবাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৮০	১১	না
	২২	কুড়াইল শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়	২০১	৯	না
	২৩	কালুশহর উচ্চ বিদ্যালয়	২২৫	১১	না
	২৪	খাঁপুর হাজী ধনেশ উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়	৪১৩	১১	না
	২৫	দেবরপুর ডি. এন. জি. উচ্চ বিদ্যালয়	১০৫	১০	না
	২৬	বিলছাড়া আর. সি. পি. উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৫	৯	না
	২৭	মহীনগর উচ্চ বিদ্যালয়	২১৯	৯	না
	২৮	মহিষবাথান উচ্চ বিদ্যালয়	৪৮০	১৫	না
	২৯	গাহলী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪০	১০	না
	৩০	বেলকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	২২৫	১১	না

	৩১	মর্তুজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩০০	১০	না
	৩২	চান্দাশ এম এস উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭২	১২	না
	৩৩	বাগডোব উচ্চ বিদ্যালয়	৪০৫	১১	না
	৩৪	কুঞ্জবন বন্দর কারিগরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০৭	৭	না
	৩৫	পাহাড়পুর জে. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৭	৯	না
	৩৬	গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩২৫	১১	না
	৩৭	মালাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০৭	৮	না
	৩৮	আখতার সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৬৬	৯	না
	৩৯	বরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতন	২০৬	৯	না
	৪০	ভালাইন আঃ মেমোঃ উচ্চ বিদ্যালয়	১২৩	৭	না
	৪১	বিলশিকারী উচ্চ বিদ্যালয়	২৪৬	৮	না
	৪২	বামনছাতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৪	৯	না
	৪৩	মাতৃমঙ্গালা নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয়	১০৮	৯	না
	৪৪	চান্দা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭০	১০	না
	৪৫	ফরমানপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৪	৮	না
	৪৬	কাঞ্চন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৮৯	৯	না
	৪৭	বাগডোব নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয়	৩৯	৭	না
	৪৮	চান্দাশ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১৬১	১১	না
	৪৯	সাগরইল আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৪	৭	না
	৫০	বি.এস. নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০৫	৮	না
	৫১	মইজোড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৯	৭	না
	৫২	পাহাড়পুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩	৬	না
	৫৩	ডা. আফাজ উদ্দীন মেমোঃ নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যালয়	৯০	৯	না
মাদ্রাসা	১	চৌমাশিয়া রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৯৭	৯	না
	২	লক্ষপুর খায়রুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা	১৩২	১০	না
	৩	জোয়ানপুর ফাজিল মাদ্রাসা	১৭৪	৮	না
	৪	সারতা নোমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৪৯	৯	না
	৫	খোশালবাড়ী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৫২	১০	না
	৬	মির্জাপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৫৫	৯	না
	৭	আলীদেওনা আলিম মাদ্রাসা	১৪১	৮	না
	৮	এনায়েতপুর ওয়াঃ ফাজিল মাদ্রাসা	১৫৬	৮	না
	৯	পাঘা বছিরউদ্দীন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৭৫	৭	না
	১০	গোফানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১১৭	৬	না
	১১	জাহাঙ্গীরপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৯৪	৮	না
	১২	রামচন্দ্রপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	১৫৭	৭	না
	১৩	শেরপুর কুড়ারীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১৮৮	৭	না
	১৪	সফাপুর ইউনিয়ন আলিম মাদ্রাসা	১৫৬	৯	না
	১৫	ফতেপুর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৫	৮	না
	১৬	প্রসাদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৮	৯	না
	১৭	কুন্দনা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৬	৭	না

	১৮	উত্তরগ্রাম পলিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১১৭	৮	না
	১৯	উত্তরগ্রাম হাটখোলা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৪	৮	না
	২০	রামরায়পুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১১২	৬	না
	২১	জয়পুর ডাঙ্গাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	১০০	৫	না
	২২	চকরাজা আহম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২০০	৭	না
	২৩	বিনোদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১৩৯	৭	না
	২৪	বিনোদপুর দাখিল মাদ্রাসা	১২০	৮	না
	২৫	সোনাকুড়ি মালাহার মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	১৪৮	৯	না
	২৬	সমাসপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১০০	৭	না
	২৭	পশ্চম গোসাইপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২৮	৬	না
	২৮	ফরমানপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	১২১	৯	না
কলেজ	১	জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজ	২৮৩	১৭	না
	২	জাহাঙ্গীরপুর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ	২৯৪	১৯	না
	৩	চান্দাশ ডিগ্রী কলেজ	৩৫৫	২১	না
	৪	রাইগাঁ কলেজ	২৬৭	১৭	না
	৫	আরিফ মেমোরিয়াল কলেজ	২৭৯	১৭	না
	৬	মহাদেবপুর টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৬৮	১৬	না
	৭	মাতাজীহাট টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৭৭	১৬	না
	৮	রোদইল টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৯২	১৮	না
	৯	মহাদেবপুর কৃষি ও কারিগরী কলেজ	২৮৭	১৭	না
	১০	বিনোদপুর আখতার হামিদ সিদ্দিকী টেকঃ এন্ড বি. এম. কলেজ	২৬০	১৬	না
	১১	জাহাঙ্গীরপুর টি. বি. এম. কলেজ	২৫৯	১৫	না
	১২	মহাদেবপুর (কুঞ্জবন) টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ	২৪৫	১৭	না

সংযুক্তি ৯ :আপদ মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)

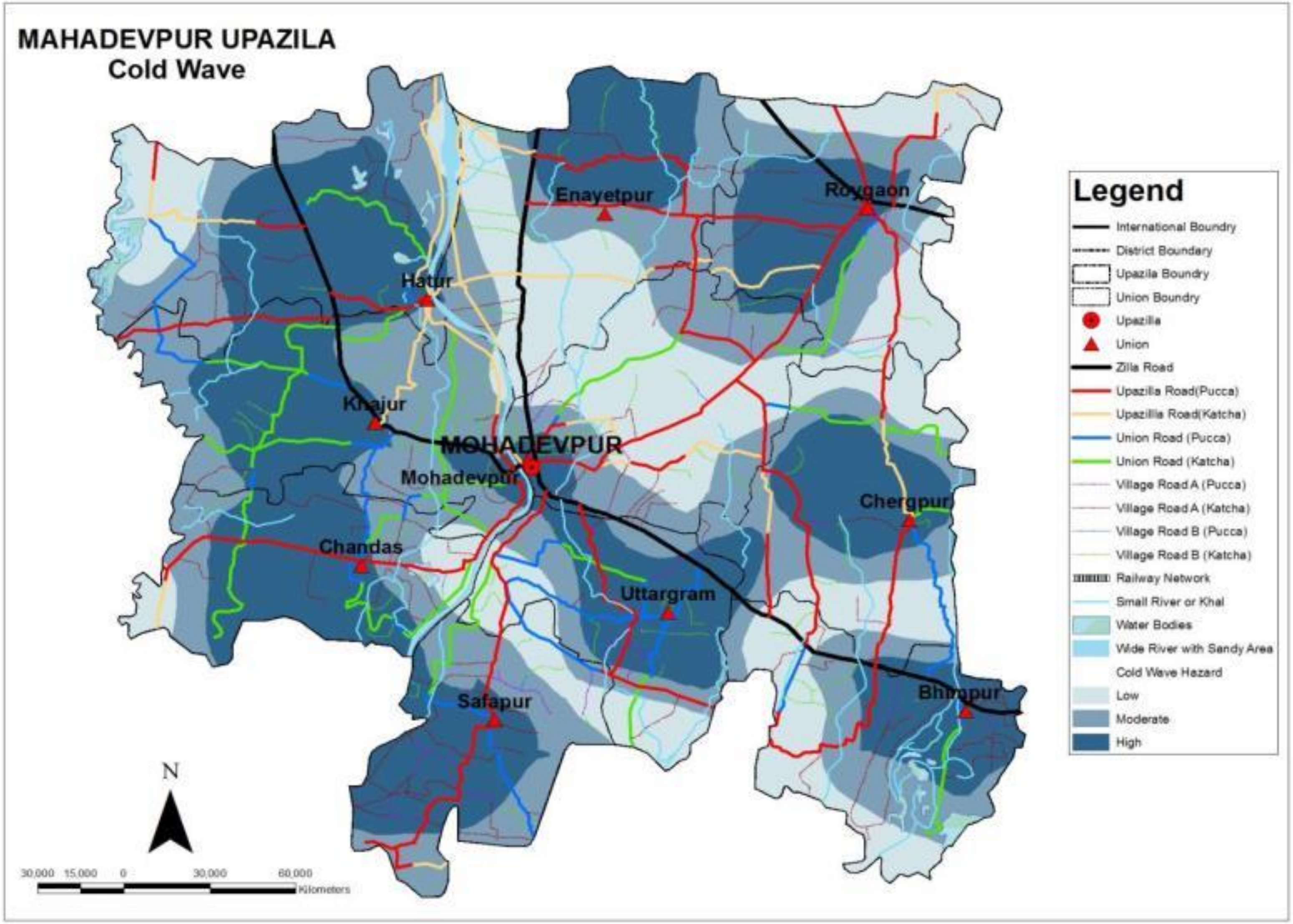

সংযুক্তি ১০ :আপদ মানচিত্র (খরা)

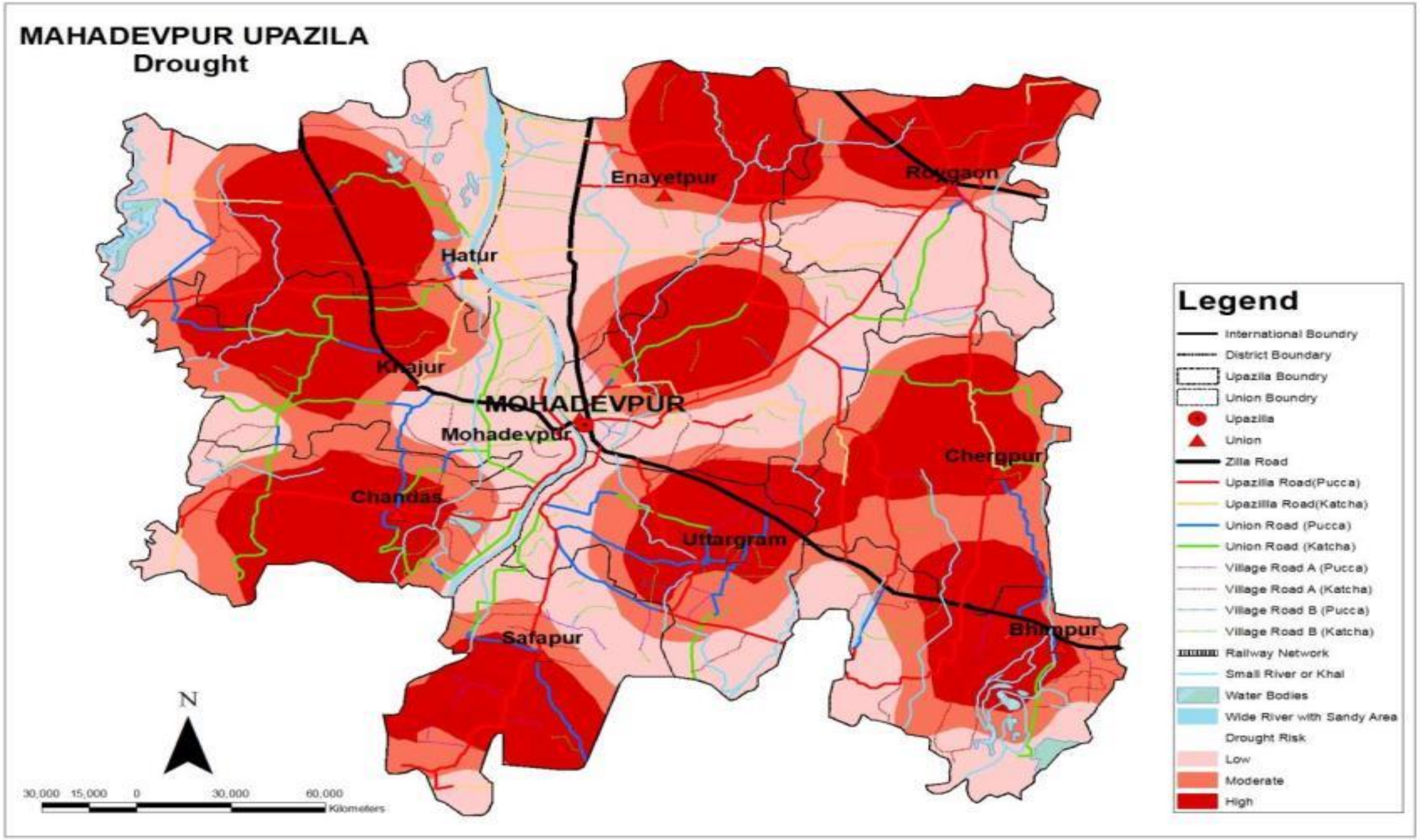

সংযুক্তি ১১ :আপদ মানচিত্র (বন্যা)

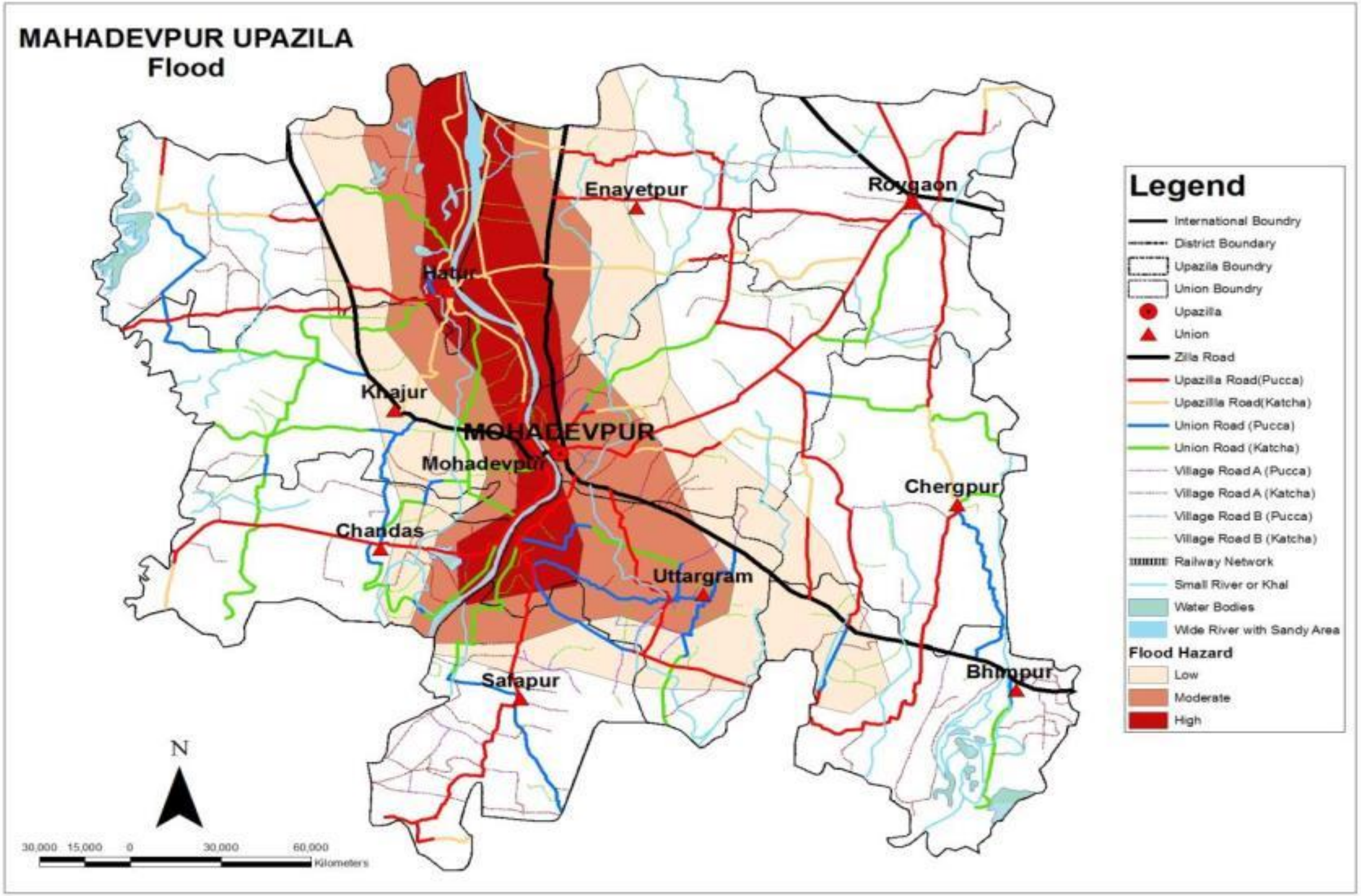

সংযুক্তি ১২ :আপদ মানচিত্র (নদীভাঙন)

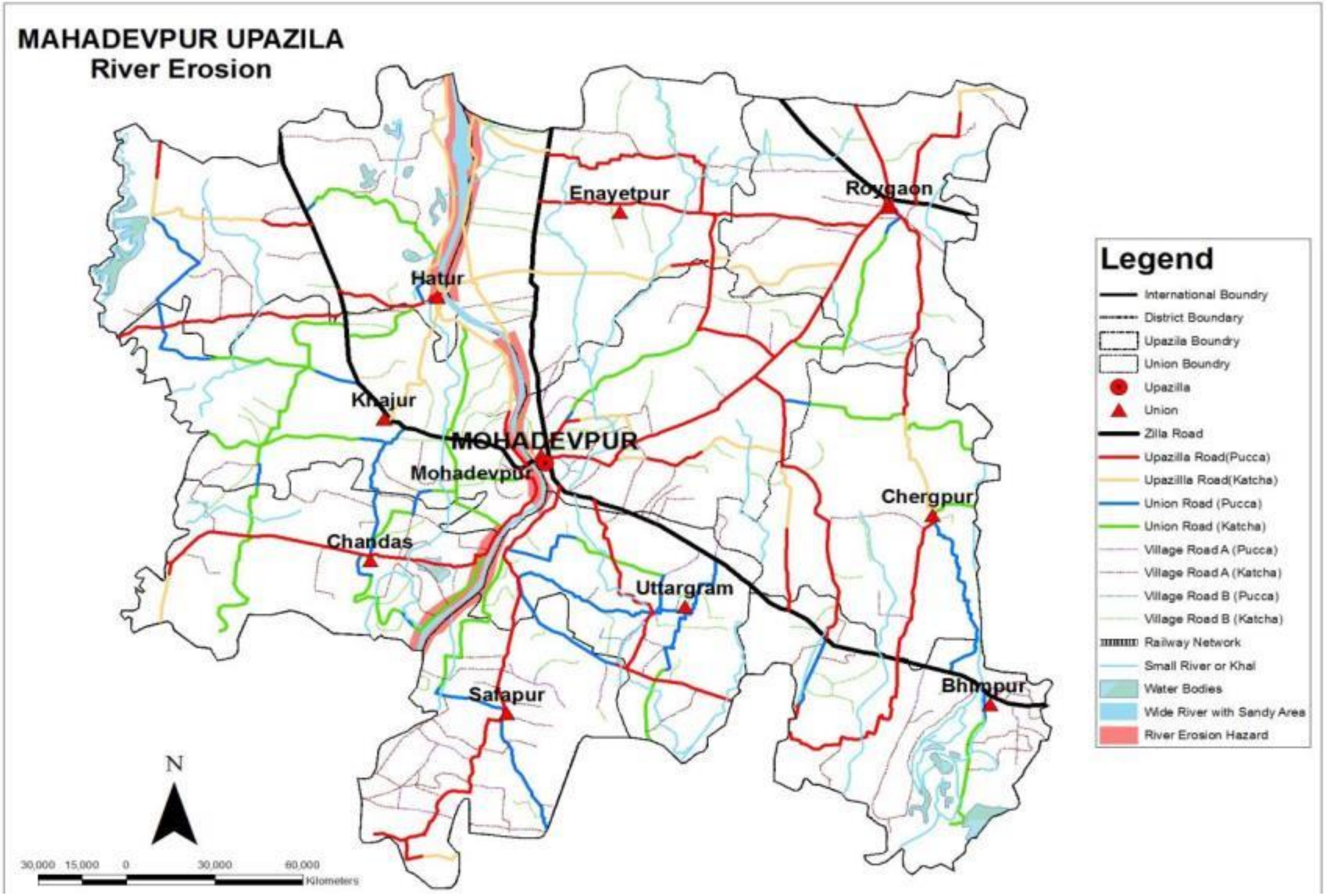

সংযুক্তি ১৩ :আপদ মানচিত্র (অনাবৃষ্টি)

সংযুক্তি ১৪ :আপদ মানচিত্র (ঝড়)

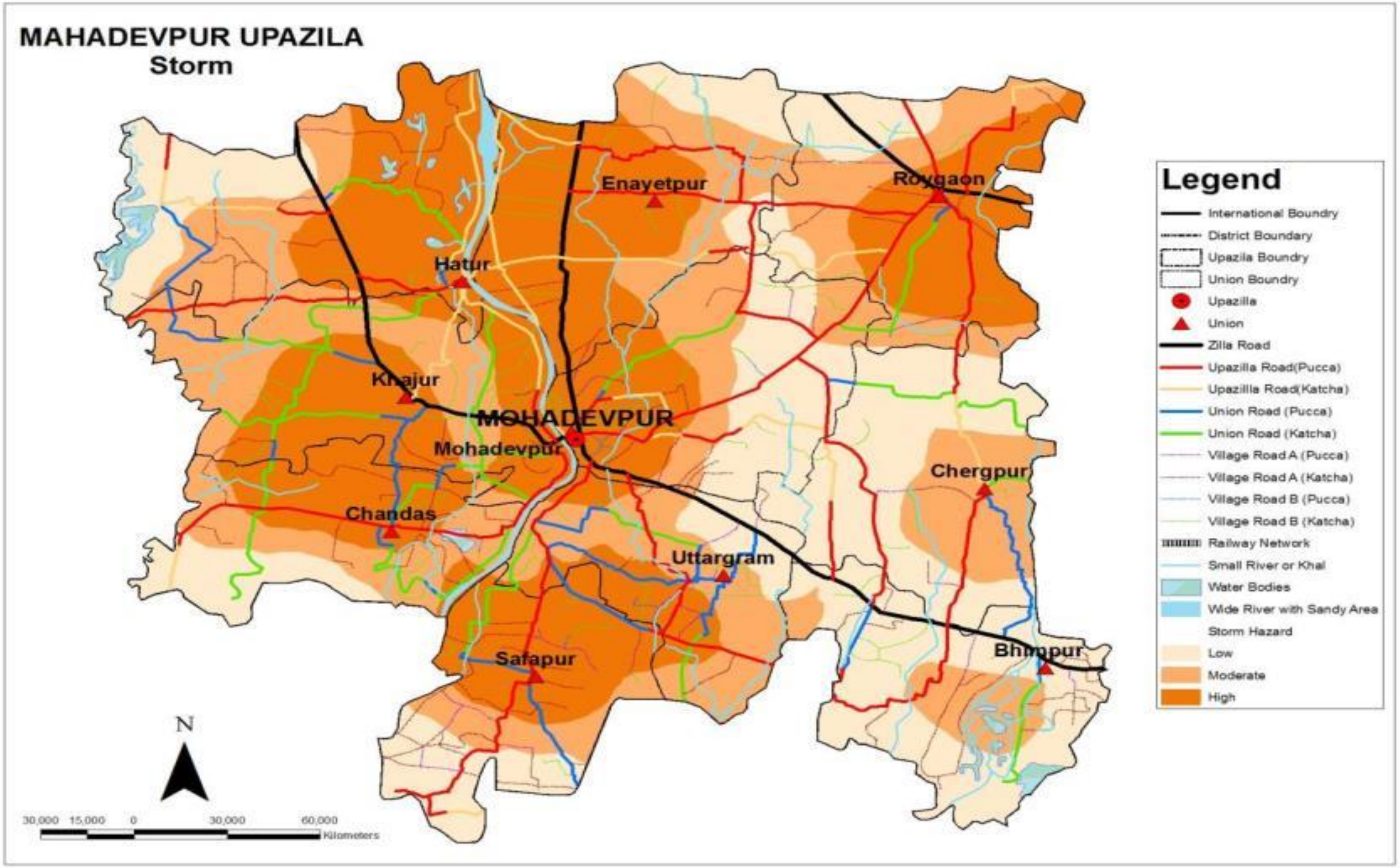

সংযুক্তি ১৫ :আপদ মানচিত্র (টর্নেডো)

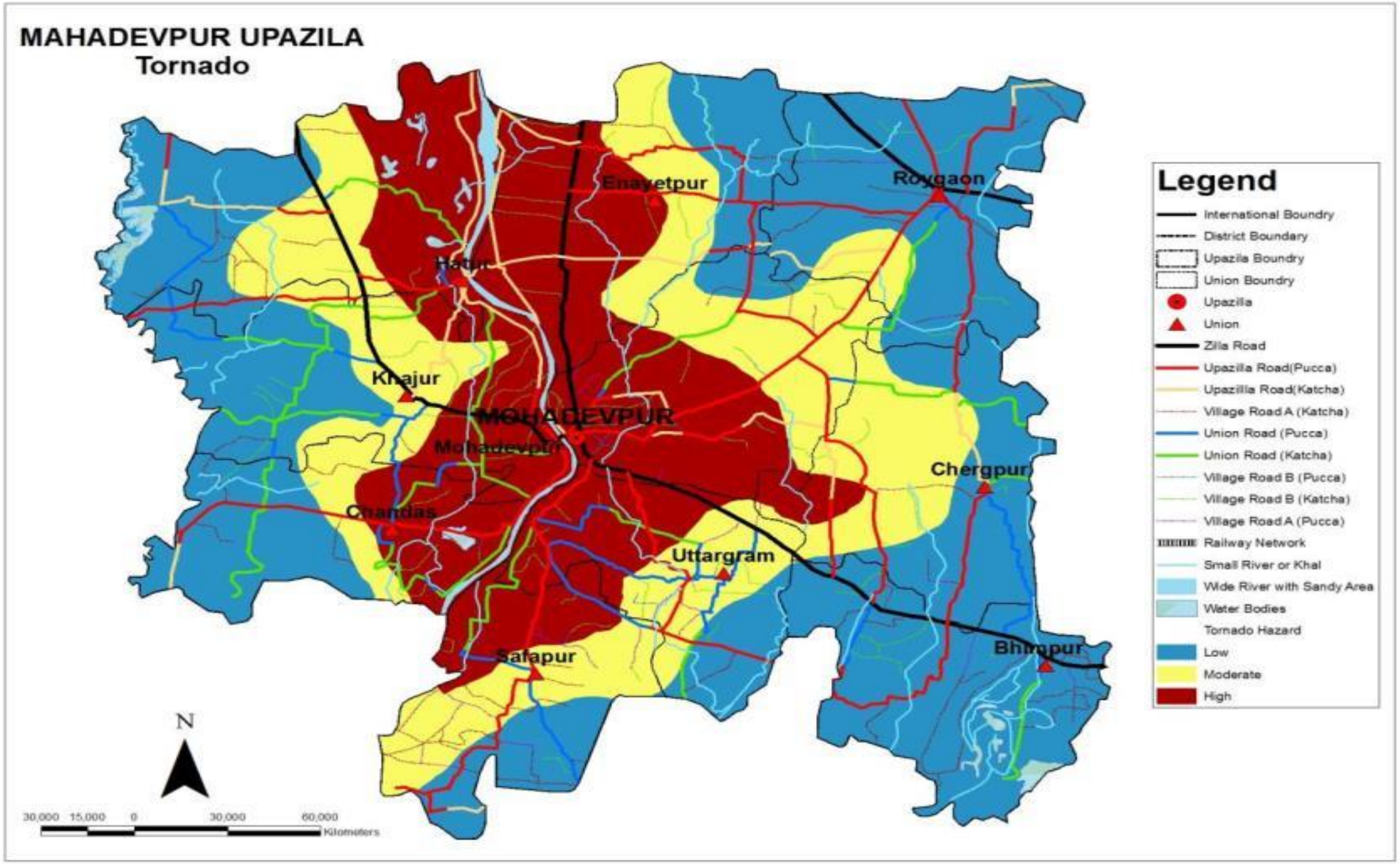

সংযুক্তি ১৬ :ঝুঁকির মানচিত্র) শৈতপ্রবাহ)

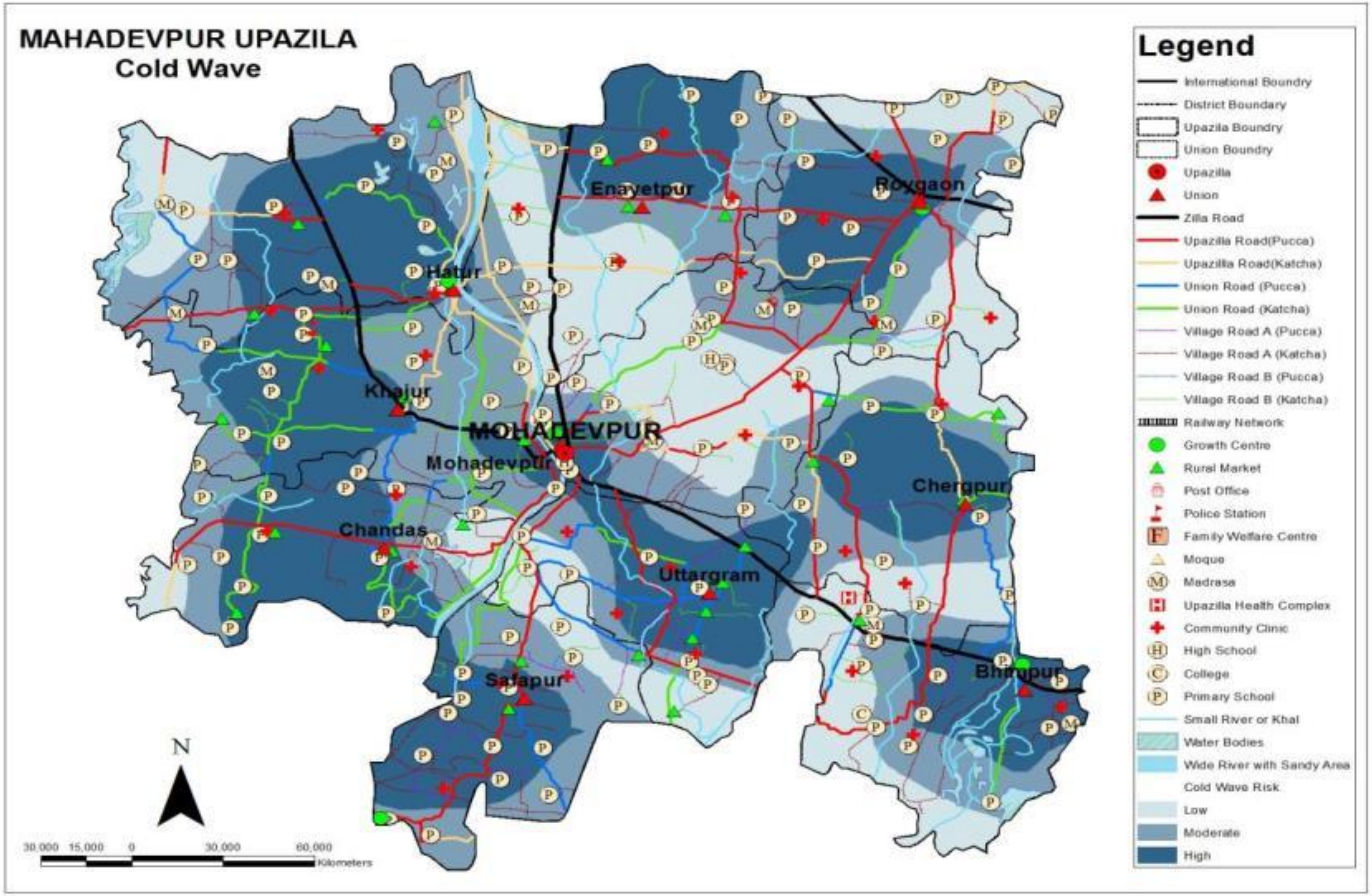

সংযুক্তি ১৭ :ঝুঁকির মানচিত্র) খরা)

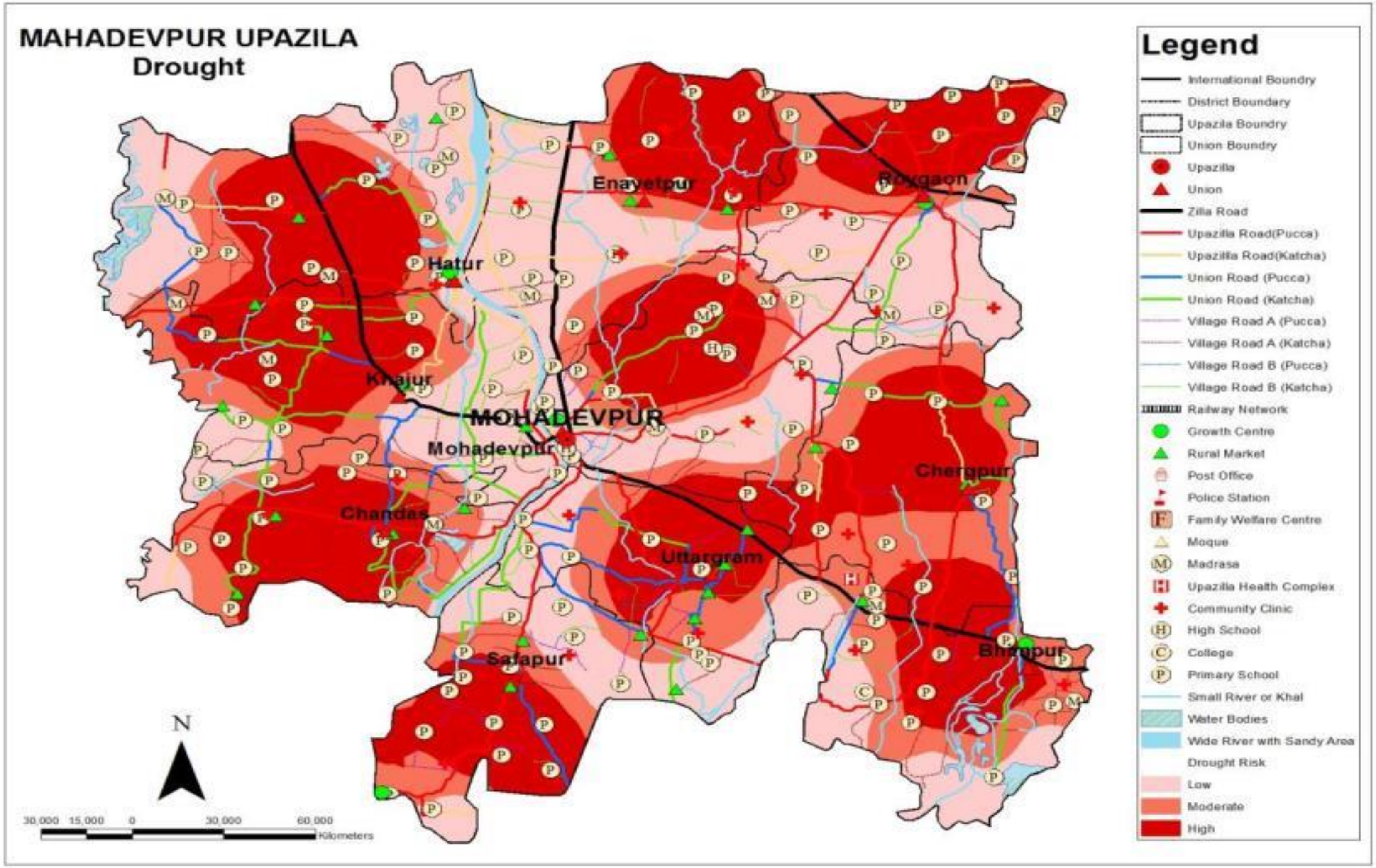

সংযুক্তি ১৮ :ঝুঁকির মানচিত্র) বন্যা)

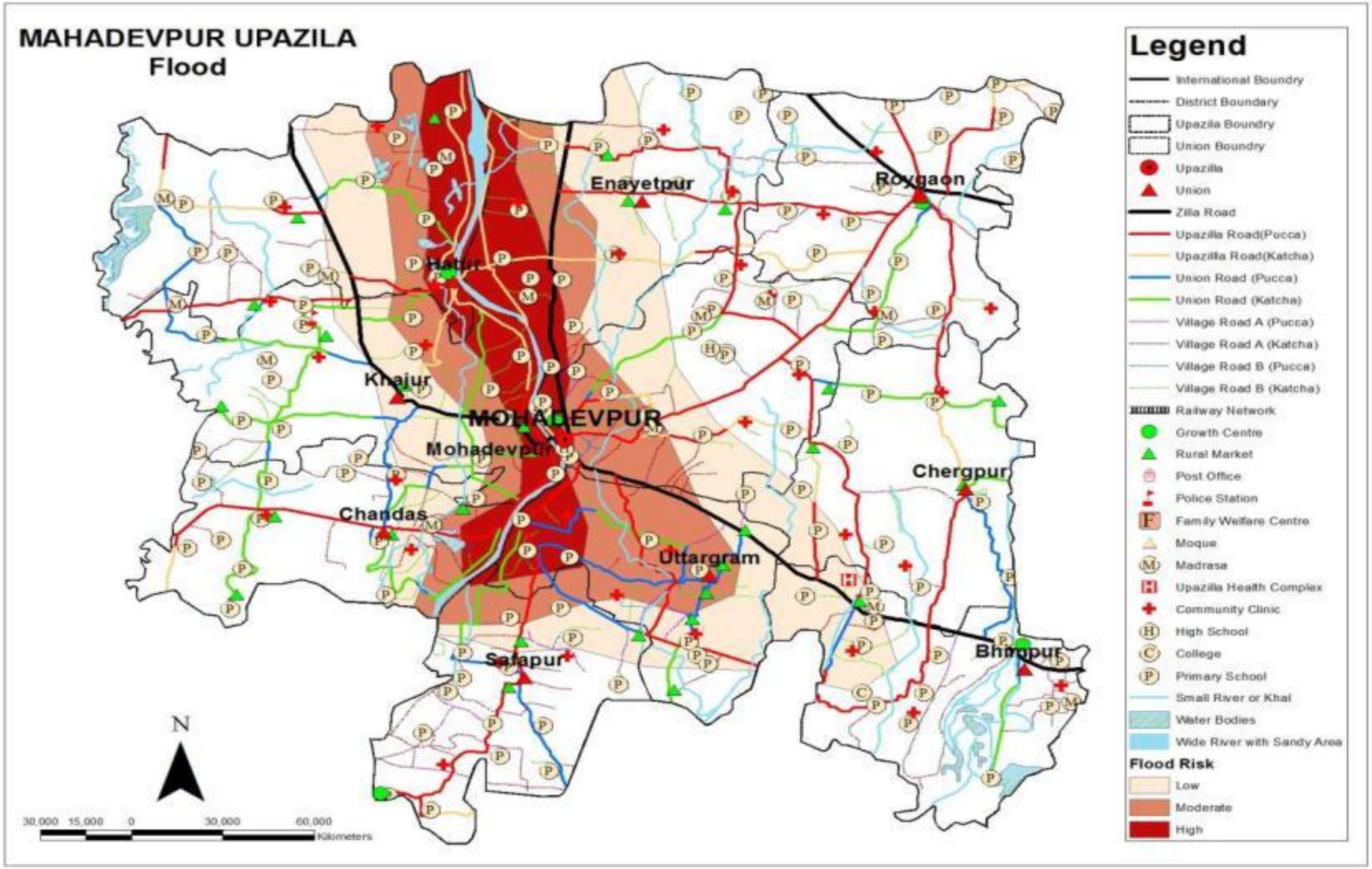

সংযুক্তি ১৯ :ঝুঁকির মানচিত্র) নদী ভাঙন)

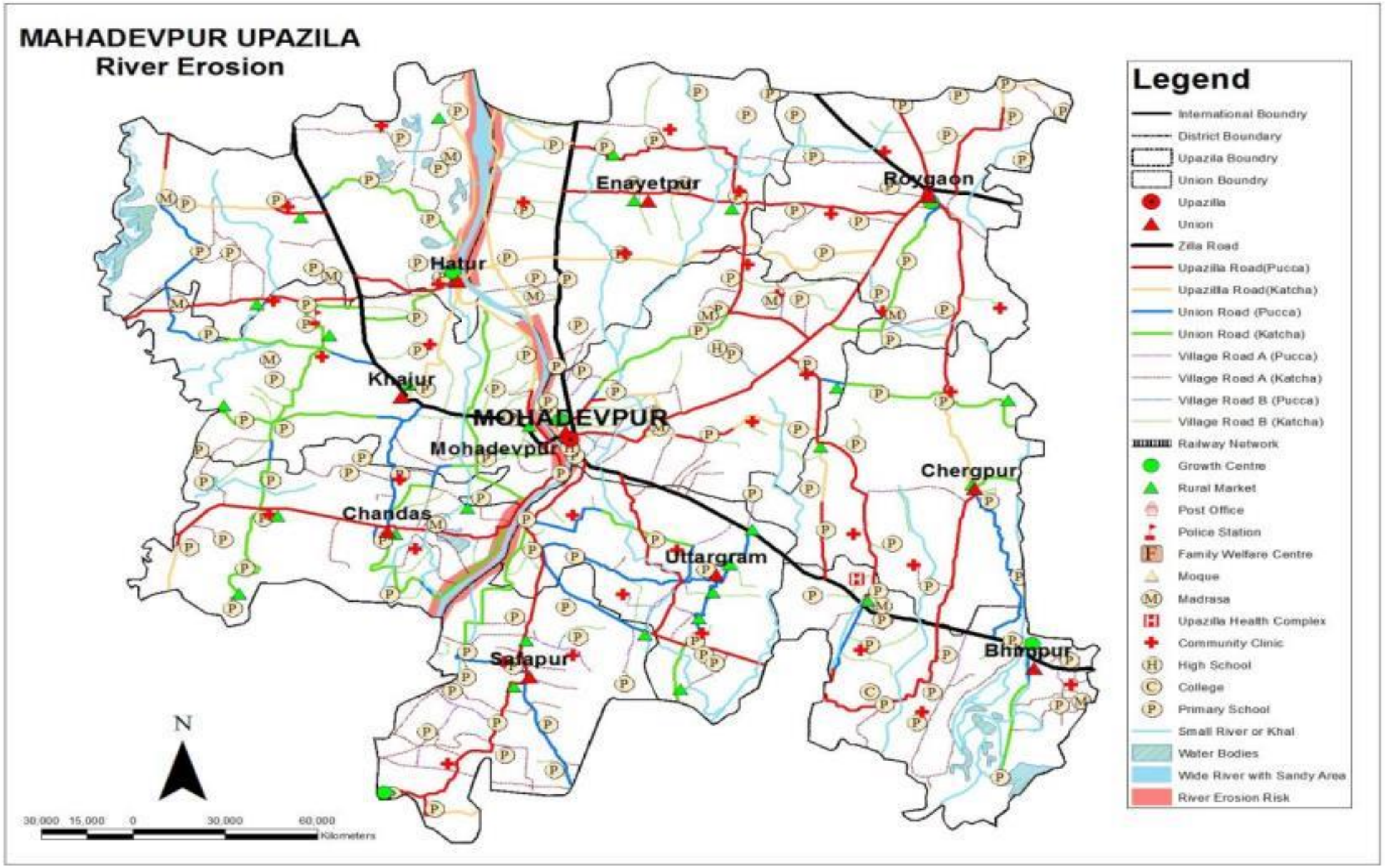

সংযুক্তি ২০ :ঝুঁকির মানচিত্র) অনাবৃষ্টি)

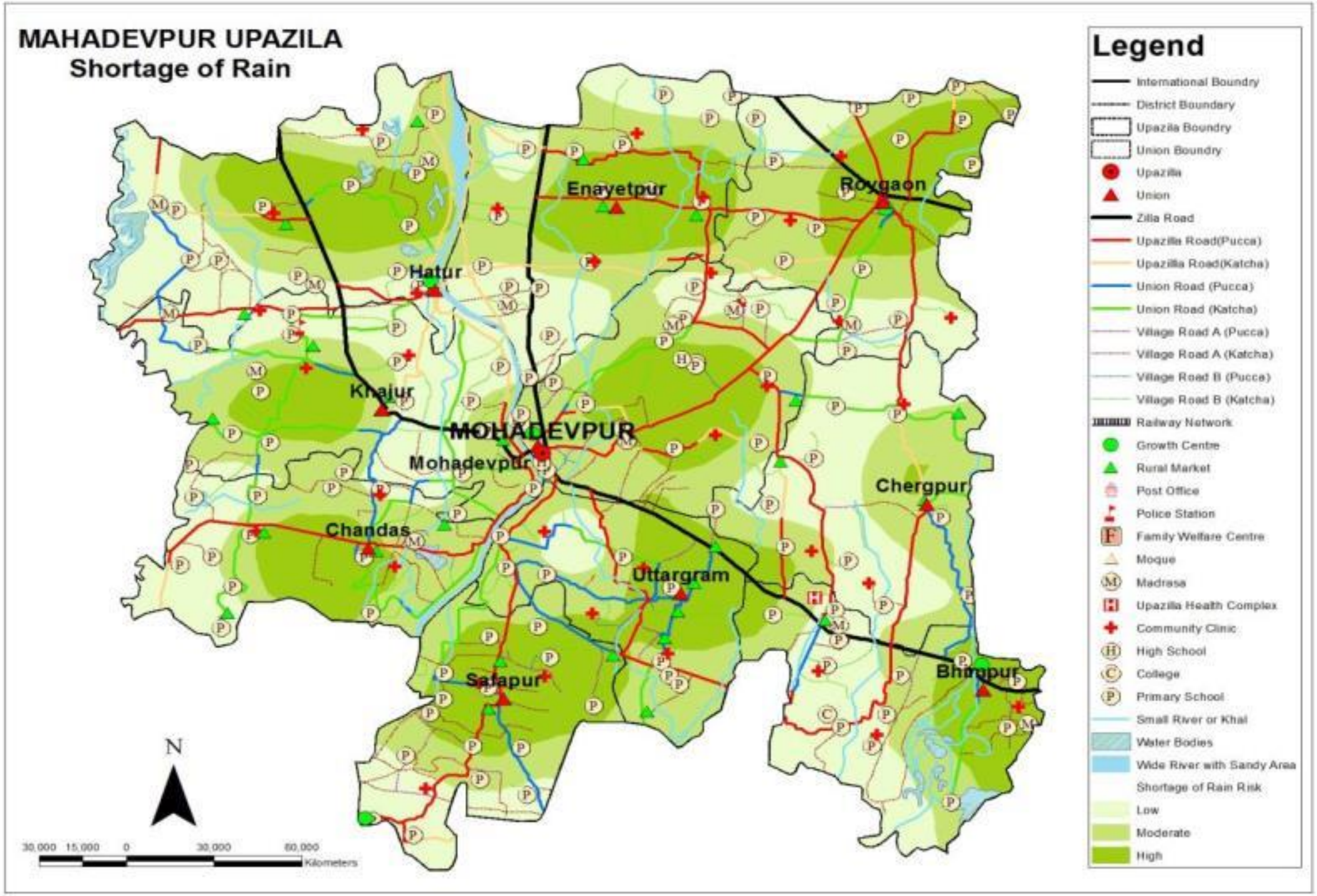

সংযুক্তি ২১ :ঝুঁকির মানচিত্র) ঝড়)

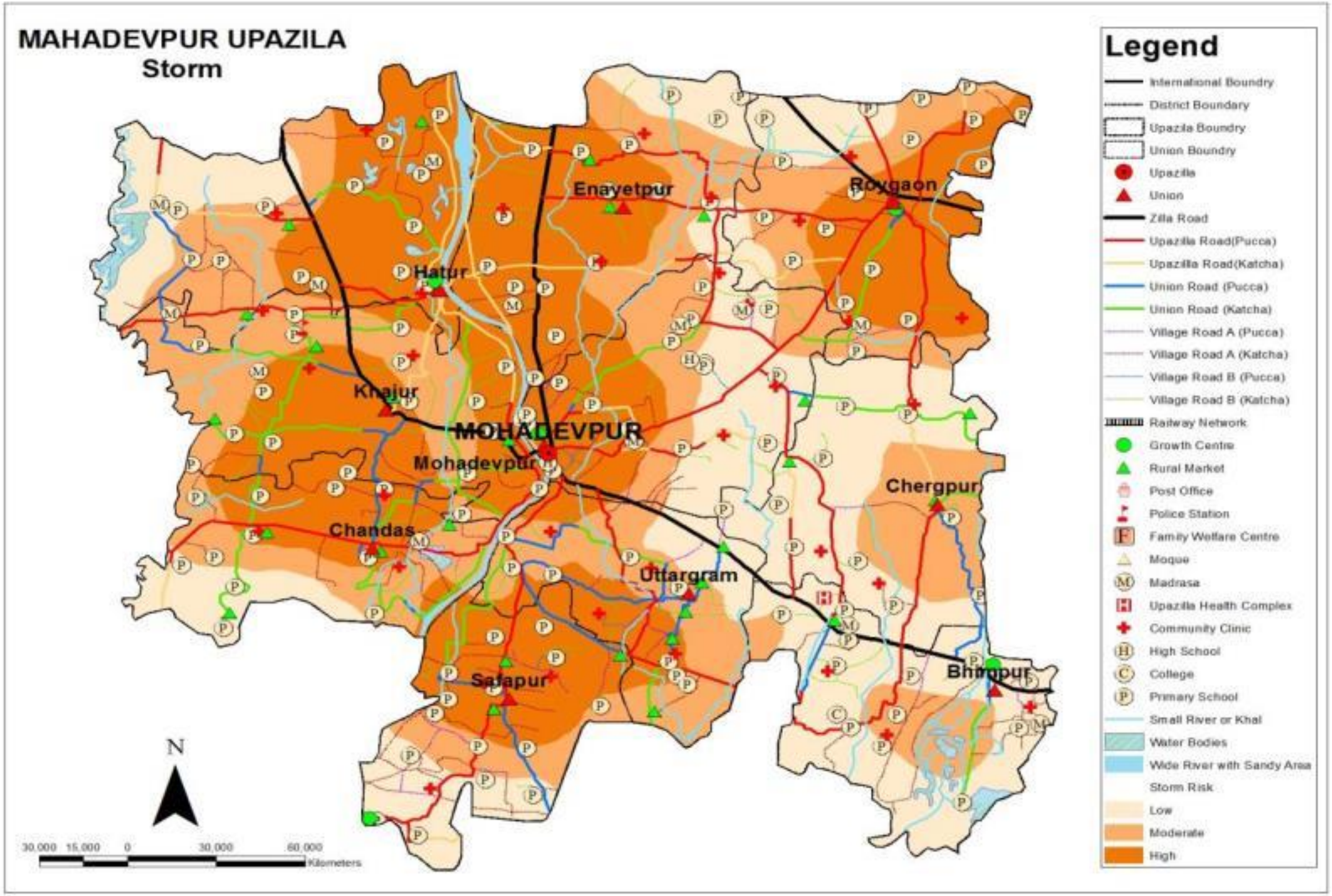

সংযুক্তি ২২ :ঝুঁকির মানচিত্র) টর্নেডো)